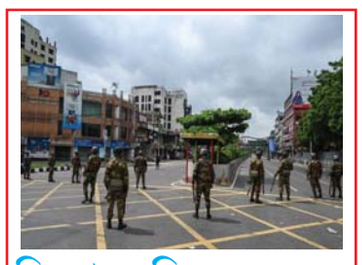

বিক্ষোভে নিহতের জেরে ‘নজিরবিহীন’ কারফিউ জারি বাংলাদেশে

● ● ● ●

সারে-জমিন

শহীদ দিবসের মঞ্চে থাকছেন আখিলেশও

রূপসী বাংলা

গাজা প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত আমেরিকা

সম্পাদকীয়

এক বিস্ময়কর পারস্য প্রতিভা: নাসির আল দীন

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২১ জুলাই, ২০২৪
৭ শ্রাবণ ১৪৩১
১৪ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

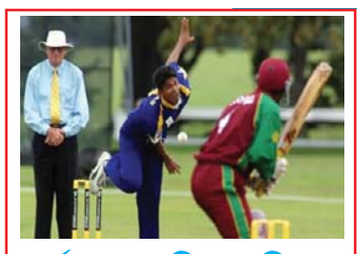

দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 196 ■ Daily APONZONE ■ 21 July 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আজ একুশের শহীদ সভায় বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই: মমতা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার শহীদ সভাকে রাজনৈতিক সভা নয়, মনে রাখবেন বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। দেশের অস্তিত্ব রক্ষা, বাংলার মায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করার সভা। শনিবার ধর্মতলায় শহীদ মঞ্চের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখে যাওয়ার সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরোও বলেন, প্রতিবারই নতুন কাউকে এই শহীদ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবছর অখিলেশ যাদবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে অখিলেশ আসবেন। একুশের শহীদ স্মরণ দিনটিতে তৃণমূল কংগ্রেস যেমন শহীদদের স্মরণ করে তেমনি তার পাশাপাশি সারা বছর নির্বাচনে মা মাটি মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষ যে সমর্থন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে সেই মা মাটি মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এই শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে। দূর দুরান্ত থেকে আগত জেলার কর্মীদের প্রতি তৃণমূল সুপ্রিমোর সাবধান বাণী বাসের চালককে জোরে গাড়ি চালাতে দেবেন না। এতে দুর্ঘটনা ঘটে। যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বলেও এদিন জানান। ট্রেনে চেপে যারা ধর্মতলায় একুশে মঞ্চে বক্তব্য শুনতে আসবে তাদের ট্রেনের কামরা থেকে মাথা বাইরে বিপজ্জনকভাবে না বের করার পরামর্শ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি তিনি রেল দপ্তরকে ধর্মতলায় সভাতে যাতে জেলা থেকে মানুষজন আসতে পারে তার জন্য ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানান। মমতা জানিয়ে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ নেতা নেই, সকলেই কর্মী।

দলিত ভারত ছোড়ো, আরএসএস জিন্দাবাদ পোস্টার জেএনইউয়ে

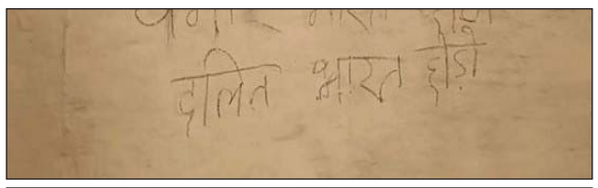

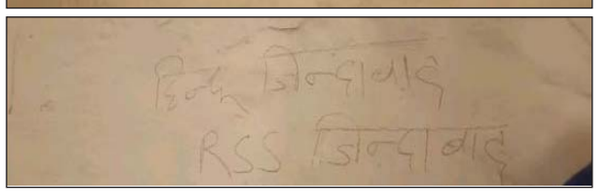

আপনজন ডেস্ক: শনিবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দেওয়াল জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য ও সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিয়ে বিকৃত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে জেএনইউয়ের ছাত্র সংগঠন।এনএসইউআই ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক কুণাল কুমারের অভিযোগ, ক্যাম্পাসের কাবেরী হস্টেলের দেওয়ালে ‘দলিত ভারত ছোড়ো, ‘ব্রাহ্মণ বানিয়া জিন্দাবাদ’ এবং ‘আরএসএস জিন্দাবাদ’ লেখা ছিল।ওই শিক্ষার্থীর দাবি, ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কর্তৃপক্ষ দেয়াল রং করেছে। ডিন অফ স্টুডেন্টস মনুরাধা চৌধুরীর অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কাবেরী হোস্টেলের ওয়ার্ডেন মণীশ কুমার বার্নওয়াল এই অভিযোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইয়ের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে আমরা, জেএনইউয়ের মানবরা কাবেরী হোস্টেলের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, যেখানে দলিত বহুজন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী গালির পাশাপাশি “ব্রাহ্মণ বানিয়া জিন্দাবাদ” এবং “আরএসএস জিন্দাবাদ” এর মতো স্লোগান লেখা হয়েছে।এই স্লোগানগুলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরএসএস এবং তার সমর্থকদের ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং মনুবাদী প্রকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে বারবার লেখা ‘দেশবিরোধী’ স্লোগানের ঘটনা খতিয়ে দেখতে গত বছর একটি কমিটি গঠন করেছিল জেএনইউ। স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজ ভবনের দেয়ালে লেখা ‘ভারত-অধিকৃত কাশ্মীর’, ‘ফ্রি কাশ্মীর’ এবং ‘ভগওয়া জালেগা’ স্লোগানের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর এই কমিটি গঠন করা হয়।

কোভিড-১৯ এ সবচেয়ে ক্ষতি সংখ্যালঘুদের: গবেষণা রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের ভিত্তিতে একটি নতুন গবেষণা পত্রে দেখা গেছে, কোভিড-১৯ মহামারীর প্রথম বছরে মুসলমানদের গড় আয়ু সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে, যা সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি সর্বোচ্চ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মুসলমানদের প্রত্যাশিত আয়ু ৫.৪ বছর কমেছে, যা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ১.৩ বছরের হ্রাসের চেয়ে চারগুণ বেশি।

অন্যান্য সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও হ্রাস বেশি ছিল: তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৪.১ বছর এবং তফসিলি জাতির জন্য ২.৭ বছর। আয়ু হ'ল একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত গড় সংখ্যা। যখন একটি গোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়, তখন আয়ু হ্রাস পায়।

শুক্রবার বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স অ্যাডভান্সে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করে ২০১৯ সালে ভারতীয়দের মধ্যে জন্মের সময় আয়ুর তুলনা করা হয়েছে, যা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। সামগ্রিকভাবে, ভারতীয়দের মধ্যে জন্মের সময় আয়ু আগের বছরের তুলনায় ২০২০ সালে ২.৬ বছর কম এবং মৃত্যুর হার ১৭% বেশি ছিল, গবেষণায় দেখা গেছে। এর অর্থ ২০২০ সালে ১১.৯ লক্ষ অতিরিক্ত মৃত্যু হয়েছে বলে গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত মৃত্যু একটি মেট্রিক যা মহামারীর বছরে এবং সাধারণ বছরগুলিতে সমস্ত কারণে রিপোর্ট করা মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য গণনা করে কোভিড -১৯ মৃত্যুর বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। গবেষকরা তাদের গবেষণাপত্রে বলেছেন, ২০২০ সালে ভারতে অতিরিক্ত মৃত্যুর এই অনুমান কোভিড-১৯ এ মৃত্যুর সরকারী সংখ্যার প্রায় আট গুণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমান করা অতিরিক্ত মৃত্যুর ১.৫ গুণ।

এই মেট্রিক ব্যবহার করে, সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় সমস্ত বয়সের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি বিশিষ্টভাবে তরুণ এবং বয়স্ক বয়সের গোষ্ঠীর মধ্যে, যা বিশ্বজুড়ে দেখা প্রবণতার প্রতিফলন।

তবে, বৈশ্বিক প্রবণতার বিপরীতে, ২০২০ সালে ভারতে মহিলাদের প্রত্যাশিত আয়ু পুরুষদের তুলনায় এক বছর বেশি হ্রাস পেয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো এবং গবেষণাপত্রের অন্যতম সহ-লেখক আশিস গুপ্ত সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এটিই প্রথম গবেষণা যা লিঙ্গ, সামাজিক গোষ্ঠী এবং বয়সের ভিত্তিতে ভারতে কোভিড -১৯ মহামারীর মৃত্যুর প্রভাবগুলি পরীক্ষা করেছে।

গুপ্তা আরও বলেন, ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের পঞ্চম রাউন্ডের তথ্য ব্যবহার করে গবেষণায় ভারতে কোভিড-১৯ এ মৃত্যুর এমন কিছু প্যাটার্ন উন্মোচিত হয়েছে যা সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মতো অন্যান্য তথ্য উৎসে দেখা যায়নি।

গুপ্তা বলেন, সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে স্বাভাবিক সময়েও মহিলা এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে কভারেজের অভাব দেখা গেছে। তিনি আরও বলেন, “তাছাড়া, ভারতে কঠোর লকডাউনের কারণে করোনাভাইরাস মহামারীর প্রথম তরঙ্গের সময় ২০২০ সালের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে সিস্টেমটি ব্যাহত হয়েছিল।

কোভিড-১৯ পরবর্তী কয়েক বছরে দেশের মানুষের আয়ুর সময় কাল নিয়ে গবেষণা তথ্য

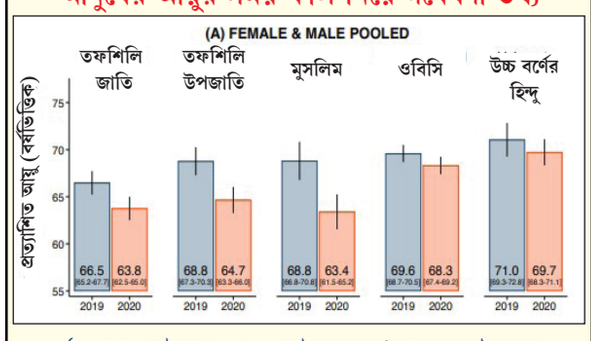

‘২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মুসলমানদের প্রত্যাশিত আয়ু ৫.৪ বছর কমেছে, যা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ১.৩ বছরের হ্রাসের চেয়ে চারগুণ বেশি।’

সূত্র: ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে, কেন্দ্রীয় সরকার

*আপনজন গ্রাফিক্স

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বেশি মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ এবং বয়সের দিক থেকে দুর্বল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতিরিক্ত মৃত্যু এবং আয়ু দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণায় দেখা গেছে যে ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে আয়ু ২.৬ বছর হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩.১ বছর, যা পুরুষদের মধ্যে দেখা ২.১ বছরের তুলনায় এক বছর বেশি। এটি বৈশ্বিক প্রবণতার বিপরীতে কারণ বেশিরভাগ দেশে গড় আয়ু হ্রাস মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের বেশি ছিল, গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাভাবিক বছরগুলিতে ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি বাস করেন। কিন্তু যখন মহামারী আঘাত হানে, তখন লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক সামাজিক অবস্থার কারণে মহিলাদের মধ্যে আয়ু হ্রাস বেশি ছিল, অক্সফোর্ড গবেষক গুপ্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেন।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রয়ের সূচনা করলেন বিধায়ক

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: সমবায় দপ্তর পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ ১ এর উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এন্ড মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় শান্তি রঞ্জন হিমঘরে ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রয়ের সূচনা করেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক তথা সোসাইটির চেয়ারম্যান মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেডের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তপন গন, সোসাইটির সভাপতি শেখ নাসির উদ্দিন সাহেব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন ২৮ টাকা কেজি দরে জনপ্রতি ৫ কেজি করে আলু দেওয়া হয়। এখন বিক্রয় চলবে বলে জানান বিধায়ক ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এই ন্যায্য মূল্যের পরিষেবা শান্তিরঞ্জন হিমঘর ছাড়া পাহাড়হাটি হিমগড় ও শ্রীধরপুর কোঅপারেটিভ সোসাইটি থেকে দেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়।

গুলি চালানো কাণ্ডে ধৃত অভিযুক্ত

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার কৃষ্ণনগরে গুলি চালানোর ঘটনায় সাংবাদিক বৈঠক করলেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসসি শিল্পী পাল।এদের দুপক্ষের মধ্যে কন্টাক্ট জনিত কাজের টাকা পয়সা নিয়ে কিছু সমস্যা চলছিল। ৬ থেকে ৭ মাস আগেও এদের মধ্যে একটা ছোট ঝামেলা হয়েছিল।সেই ফলস্বরূপ গতকালকের এই গুলি চালানোর ঘটনা। গুলি চালানোর ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল জানান ,গতকাল সকালে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত গুয়ারি বাজারে এক মাছ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চালায় ওই এলাকারই তিন অভিযুক্ত।ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্ত কে চিহ্নিত করে সৈকত হালদার ওরফে ডাকু এবং কুনাল হালদার নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার তাদের কৃষ্ণনগর জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হয়।

শহীদ দিবসের মঞ্চে থাকছেন অখিলেশও

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: এবার তৃণমূলের ২১ এর মঞ্চ নানা কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। এই শহীদ মঞ্চকে ব্যবহার করে মমতা একাধিক বার্তা দিতে চলেছেন বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। এদিকে খবর সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন অখিলেশ যাদব। অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বরাবরই সম্পর্ক ভাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন সময়ে তাদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। একে অপরের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে অখিলেশ যাদবের হয়ে নির্বাচনী প্রচারেও গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বাংলায় আসছেন আখিলেশ। জানা যাচ্ছে, অখিলেশ যাদব নিজেই ফোন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি নিজেই ২১-র মঞ্চে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 'ভাই'য়ের প্রস্তাব ফেরাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতাও। আগামিকালই কলকাতায় আসতে পারেন অখিলেশ যাদব। ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চে যোগ দিয়ে জোটের বার্তা দিতে পারেন। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ইন্ডিয়া জোটের যে বৈঠক বসেছিল দিল্লিতে, সেখানে মুখোমুখি হয়েছিলেন অখিলেশ যাদব ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাদাভাবেও দেখা করেন তারা। সেই সময় জল্পনা শুরু হয়েছিল, ইন্ডিয়া জোটের বাইরে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে একটি সমান্তরাল জোট তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। রাজ্যে যেমন ভাল ফল করেছে তৃণমূল, তেমনই উত্তর প্রদেশেও চমকপ্রদ ভাল ফল করেছে সমাজবাদী পার্টি।

রাজ্য সড়কের বেহাল দশা ফেরাতে নামলেন স্থানীয়রা, নীরব প্রশাসন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গ্রামীণ সড়ক নয়, খোদ রাজ্য সড়কের বেহাল দশা ফেরাতে নামলেন স্থানীয়রা, নির্বিকার প্রশাসন । বর্ষা শুরু হতেই বেহাল হতে শুরু করেছে বহু সড়ক। যার একটা বড় অংশই গ্রামীণ সড়ক। তবে বাঁকুড়ায় এবার একটি রাজ্য সড়কের হাল এমন হল যে স্থানীয়দেরই নামতে হল ঝুড়ি কোদাল কাঁধে। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর আরামবাগ ২ নম্বর রাজ্য সড়কের কোতুলপুর মিল মোড় এলাকার। স্থানীয়রা সড়ক মেরামতিতে নামলেও নির্বিকার প্রশাসন। বাঁকুড়া জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক বিষ্ণুপুর আরামবাগ ২ নম্বর রাজ্য সড়ক। এই সড়ক শুধু বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অংশকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করেছে তাই নয়, এই সড়কের উপর মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটি ও মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর অবস্থিত হওয়ায় পর্যটনের ক্ষেত্রেও এই সড়কের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্প্রতি এই রাস্তায় কোতুলপুর সংলগ্ন মিল মোড় এলাকায় তৈরী হয় বড় বড় গর্ত। সেই গর্তে বর্ষার জল জমে পদে পদে কাজ তৈরী হয়েছে মৃত্যু ফাঁদ। মাঝে মধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। ব্যস্ত রাজ্য সড়কের এমন দশায় প্রশাসনের টনক না নড়লেও বিষয়টি নজর এড়ায়নি স্থানীয়দের। রাস্তা মেরামতের দাবীতে একাধিকবার আবেদন নিবেদনেও প্রশাসন এগিয়ে না আসায় শেষ পর্যন্ত এলাকার মানুষই হাত লাগালেন সড়ক মেরামতির কাজে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে টাকা জোগাড় করে স্থানীয়রা রাস্তার খানাখন্দে ইট ফেলে সড়কটি সাময়িক মেরামত করার কাজ শুরু করেন । স্থানীয় কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দফতরের দাবী ওই রাজ্য সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণ করে রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ। সম্প্রতি ওই সড়কের মিল মোড় এলাকায় রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। বিষয়টি দ্রুত পূর্ত বিভাগের নজরে এনে সড়ক মেরামতির ব্যবস্থা করা হবে।

আজ শহরের নিরাপত্তায় উড়বে ড্রোন, থাকছে ওয়াচ টাওয়ার

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার শহীদ দিবস উপলক্ষে ট্রাফিক পুলিশ কর্মী সহ মোতায়েন থাকবেন প্রায় ৫০০০ পুলিশকর্মী। ধর্মতলা সহ মধ্য কলকাতায় মোতায়েন থাকবেন ৮ জন যুগ্ম কমিশনার, ২৬ জন ডেপুটি কমিশনার ও ৮০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁদের নেতৃত্বে অন্যান্য পদস্থ কর্তা-আধিকারিক-কর্মীরা দায়িত্ব পালন করবেন।একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চের আশপাশে ১৮টি অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। এছাড়া থাকবে ৬টি কুইক রেসপন্স টিম। সভামঞ্চ সংলগ্ন চারটি ঘাটে মোতায়েন থাকবে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মূল মঞ্চের পেছনে থাকছে লালবাজারে অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম। শহীদ স্মরণ মঞ্চ সহ ধর্মতলার বিভিন্ন পয়েন্টে থাকছে ৩৫ টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। ড্রোনের মাধ্যমেও বৃষ্টি না হলে নজরদারি চালানো হবে।ধর্মতলা এলাকার প্রায় ২০টি উঁচু বহুতলের ছাদ থেকে নজরদারি চালাবে পুলিশ। মূল মঞ্চের আগে দুটি ব্যারিকেড করা হবে। তিন নম্বর ব্যারিকেডের পর থেকে সভা স্থলে বক্তব্য শুনতে আসা মানুষজন বসার সুযোগ পাবেন।অন্য বছরের তুলনায় এ বছর একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসে বেশি মানুষের সমাগম হতে পারে। তাই অতিরিক্ত নজরদারি চালানো হবে। শুক্রবার বিকেলে টিপু সুলতান মসজিদের সামনে সভামঞ্চের প্রস্তুতি পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা জানান পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তিনি বলেন, "এবছর ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, পার্কিং ম্যানেজমেন্ট, ক্রাউড কন্ট্রোল ও ভিআইপি সিকিউরিটি প্ল্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির ওপর অনেকদিন ধরে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ কিছু প্ল্যানিং নেওয়া হয়েছে।সেই হিসেবেই কাজ করবে কলকাতা পুলিশ। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃষ্টিতে পার্কিংয়ে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও বাড়তি নজরদারি রাখা হচ্ছে। যে কোনও আপদকালীন ব্যবস্থা রুখতে কলকাতা পুলিশ প্রস্তুত থাকছে। অন্যদিকে, দমকল দফতরের ডিরেক্টর অভিজিৎ পান্ডে জানিয়েছেন, "একুশে জুলাইয়ে ৬টি পয়েন্টে দমকলের ইঞ্জিন থাকবে। ৮টি পয়েন্টে দমকলের মোটরসাইকেল থাকবে। এছাড়া থাকবে মোবাইল কন্ট্রোল রুম ভ্যান। মঞ্চের পিছনে বিশেষ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি দমকল স্টেশনকে সতর্ক করা হয়েছে।" শুক্রবার সন্ধ্যায় সভামঞ্চ পরিদর্শন করেন যুগ্ম কমিশনার (সদর) মিরাজ খালিদ, অতিরিক্ত কমিশনার (১) মুরলীধর শর্মা ও অতিরিক্ত কমিশনার (৩) সন্তোষ পান্ডে-সহ অন্য আধিকারিকরা।

রবিবার শহীদ দিবস উপলক্ষে ট্রাফিক পুলিশ কর্মী সহ মোতায়েন থাকবেন প্রায় ৫০০০ পুলিশকর্মী। ধর্মতলা সহ মধ্য কলকাতায় মোতায়েন থাকবেন ৮ জন যুগ্ম কমিশনার, ২৬ জন ডেপুটি কমিশনার ও ৮০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁদের নেতৃত্বে অন্যান্য পদস্থ কর্তা-আধিকারিক-কর্মীরা দায়িত্ব পালন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বার্তা শুনতে হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন, কলকাতা স্টেশন, হাজরা মোড়, শ্যামবাজার ৫ মাথার মোড় ও পার্ক সার্কাস থেকে বড় মিছিল আসবে ধর্মতলায়। স্থানীয় থানার পুলিশ প্রতিটি মিছিলকে এসকর্ট করবে।

শহীদ দিবসে অংশ নিতে বোলপুর থেকে কলকাতামুখী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: একুশে জুলাই শহীদ স্মরণে তৃণমূল কর্মীও সমর্থকেরা কলকাতা অভিমুখে রওনা দিলেন শনিবার। কারণ সর্বভরতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক শহীদ দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মানুষ। ১৯৯৩ সালে গণতন্ত্র রক্ষা করতে যে ১৩ জন শহীদ হয়েছিলেন তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই আত্মত্যাগের স্মরণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে কলকাতার অভিমুখে রওনা দিয়েছেন আবার অনেকে পৌঁছে গেছেন। এইরকম এক চিত্র দেখা গেল বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলস্টেশনে। রেল স্টেশন চত্বরে তৃণমূলের কর্মীরা একত্রিত, সংবদ্ধ হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। ওই সমস্ত তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের স্বাগত জানাতে বোলপুর স্টেশনে রাজ্যের মন্ত্রী ,বিধায়ক থেকে শুরু করে বোলপুরেওয়ার্ড কাউন্সিলর, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন যাত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্য।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

করণদিঘিতে স্বাস্থ্য শিবিরে সচেতনতা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের অন্তর্গত বিহিনগর দৈনিক শিশু শিক্ষা নিকেতনে করণদিঘি কালচারাল স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এক বিশেষ পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিবিরে করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতালের নার্স ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সীমা জানা ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলেন।এছাড়াও, করণদিঘি কালচারাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী দোলন দাস ছাত্রছাত্রীদের সেলফ ডিফেন্স সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দমদমা হাইস্কুলের শিক্ষক সঞ্জয় টুডু এবং সুশান্ত সিংহ। তারা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন এবং তাদের জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

হাল ফিরলেও বিএমওএইচ-এর অপসারণ চান পুরসার বাসিন্দারা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পুরসা হাসপাতালের হাল ফেরাতে উদ্দ্যোগী জেলা স্বাস্থ্য কর্মাধক্ষ্য। তবে বিএমওএইচ এর অপসারণের দাবীতে অনড় রইলেন স্থানীয়রা। কয়েকদিন আগে গলসির পুরসা হাসপাতালের বিএমওএইচ এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাবার পরই শুক্রবার হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্যর কর্মাধক্ষ্য বিশ্বনাথ রায়। বিগত দিনের পরিকাঠামো থেকে বর্তমান পরিকাঠামো দেখে তিনি যে খুশি নন তা তার ভঙ্গিতে স্পষ্ট। উল্লেখ্য, গলসি ১ নং ব্লকের পুরসা হাসপাতালে পরিকাঠামো নষ্ট করছেন বিএমওএইচ ডাক্তার পায়েল বিশ্বাস। এমনই লিখিত অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে এলাকার শতশত মানুষ বিএমওএইচ এর অপসারণ চেয়ে জেলা, ব্লক, তথা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।

শুক্রবার সন্ধায় পরিদর্শন সেরে বিশ্বনাথ বাবু বলেন, ভোটের সময় বিজেপি সরকার ওষুধ নিয়ে রাজনীতি করেছে। তাই একটু ওষুধ সমস্যা হয়েছিল। আসতে আসতে সব মিটে যাচ্ছে। আমি স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছি। আমরা বিএমওএইচ ম্যাডামকে পরিস্কার ভাবে বলেছি, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। পুরসা হাসপাতাল আমাদের জেলার গর্ব। আমাদের দিদিমনি এই হাসপাতালের জন্য বেশকিছু নতুন পরিকাঠামো তৈরী করে দিয়েছেন। সেগুলো ঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌছে দিন। অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা ঠিক করুন। ভরতপুর ও লোয়াতে সময়ে ডাক্তার পাঠান। স্টাফ, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। আমরা জেলা থেকে সব বিষয়ে নজর রাখবো। বিএমওএইচ এর অপসারণের প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য বলেন, এর সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যভবন নিয়ে থাকে। আমি অভিযোগের কপি স্বাস্থভবনে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দা নাজমুল জামাদার, সেখ স্বপনরা বলেন, বিশ্বনাথ বাবু পরিদর্শনে আসার সময় বিদ্যুৎ চলে গেল। খবর এল জেনেরেটারের তেল নেই। এখানেই প্রমানিত পরিকাঠামোর। দুধ আর জলের পার্থক্য চোখের সামনে। বাথরুমে লাইট নেই। পানীয় জলের মেশিন গুলো খারাপ। পায়েল ম্যাডাম আসার পর প্রসুতি মৃত্যু বেড়ে গেছে। সময়ে জেলা থেকে ওষুধ ইনজেকশন আনেন না। তাই ওষুধ ইনজেকশনের অমিল। নিজে কোনদিন আউটডোরে রোগী দেখেন না। মেডিকেল অফিসার থেকে স্টাফ দের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। আমরা সব বলেছি। সব কিছুর মান নিচে নেমে গেছে। আমরা অনেক বার বলেও পারিনি। তাই শেষমেশ তার বিরুদ্ধে গন স্বাক্ষর সংগ্রহ করে অপসারণ চেয়েছি। আমরা পায়েল বিশ্বাসের জায়গায় অন্য বিএমওএইচ চাইছি।

শহিদ সমাবেশ সমর্থনে সাইকেল মিছিল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: একুশে জুলাই-এর শহিদ সমাবেশকে সামনে রেখে শনিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের কালীনগর অঞ্চলের আড্ডির মোড় থেকে ধূলাসিমলা বাজার পর্যন্ত প্রায় ৫ কি.মি-এর মতো রাস্তা নিজে সাইকেল চালিয়ে সাইকেল র‍্যালির সূচনা করলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও মিছিলে বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এদিনের সাইকেল মিছিল থেকে মন্ত্রী পুলক রায় জানান,"একুশে জুলাই মানে আন্দোলন ,একুশে জুলাই মানে আবেগ,আর একুশে জুলাই মনে ভালোবাসা । মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মণ্ডল,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা সহ একাধিক নেতৃবৃন্দ।

ঈশা খান চৌধুরীকে সংবর্ধনা সামশেরগঞ্জে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হওয়ায় নবনির্বাচিত রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খাঁন চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাচন্ডতে। শনিবার দুপুরে সামশেরগঞ্জের চাচন্ড অঞ্চলের কংগ্রেস নেতা নুরুদ্দিন ওরফে চিন্টুর বাসভবনে আয়োজিত এই সংবর্ধনা সভায় ঈশা খাঁন চৌধুরীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইমাম শেখ, কংগ্রেস নেতা মোহাম্মদ নুরুদ্দিন ওরফে চিন্টু, নিমতিতা অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি শাহনওয়াজ খান চৌধুরী, ডাক্তার শামসুল আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সাংসদ ইসা খাঁন চৌধুরীকে ফুলেল সংবর্ধনা ও মোমেন্ট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের পাশাপাশি এলাকার সুবিধা অসুবিধার বিষয় নিয়ে কথা বলেন নব নির্বাচিত সাংসদ ঈশা খাঁন চৌধুরী। গঙ্গা ভাঙ্গন থেকে শুরু করে বিড়ি শ্রমিক এবং তাদের চিকিৎসা, তারাপুর হাসপাতাল সহ একাধিক বিষয় গুলো নিয়ে এবার সংসদে জোরালো আওয়াজ তুলে কাজ করানোর বার্তা দেন কংগ্রেসের এই সাংসদ। ঈশা খান চৌধুরীর আগমন ঘিরে কংগ্রেস কর্মীদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় সামশেরগঞ্জে। সংবর্ধনা শেষে গঙ্গা ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ কয়েকজন চাষীর সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ ঈশা খাঁন চৌধুরী।

একুশে জুলাই সমাবেশ সফল করার আহ্বান তৃণমূল জেলা সম্পাদকের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা ভোটে পরাজিত হলেও পরবর্তী উপনির্বাচনে বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত বাগদা বিধানসভায় প্রায় ৩৪ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। বাগদা বিধানসভা পুনরুদ্ধারের পর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পাশাপাশি একুশে জুলাই শহীদ স্মরণে কলকাতা ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে মহাসমাবেশ সফল করতে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কার্যত নিজের নিজের এলাকায় কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন। শনিবার গোপালনগরের গঙ্গানন্দপুর আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত মামুদপুর বাজারের পথসভা থেকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জাফর আলী মন্ডল সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কলকাতার মহাসমাবেশে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। লোকসভা ভোট পরবর্তী বিজেপি নেতৃত্বদের কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়ে এ দিন কড়া সমালোচনা করেন জাফর আলী। শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য নিয়েও সরব হতে দেখা যায় তাকে। একুশে জুলাই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৎকালীন বাম শাসকেরা যেভাবে আক্রমণ করে তেরো জন মানুষের জীবন শেষ করেছিল সেই ঘটনাকে স্মরণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সকল তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের কলকাতায় ধর্মতলায় মহাসমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান জাফর। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ, তিনিও একুশে জুলাই এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরেন।

এটিএম ফিরিয়ে দিল মঙ্গলকোটের তিন বছর ধরে 'নিখোঁজ' যুবককে!

পারিজাত মোল্লা ● সোদপুর

আপনজন. টানা তিনবছর নিখোঁজ ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের বরুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আজাহার উদ্দিন নামে এক যুবক। পেশায় রাজমিস্ত্রী আজাহারের নিখোঁজে উদ্বিগ্ন ছিলেন তার স্ত্রী - সন্তান - দাদা সহ আত্মীয় পরিজন। বহু খোজাখুজি করার পর নিখোঁজ যুবকের দাদা খোদাদাদ হোসেন গত বছর মঙ্গলকোট থানায় মিসিং ডায়েরি করেছিলেন। জীবিত না মৃত? কি অবস্থায় রয়েছে? তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ছিল গোটা পরিবার । ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে এক মাস আগে নিখোঁজ যুবক নামাঙ্কিত এক এটিএম কার্ড আসে মঙ্গলকোটের বাড়ির ঠিকানায়। যা দেখে হতবাক হয়ে মঙ্গলকোট পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে এই পারিবার। মঙ্গলকোট আইসি মধুসূদন ঘোষ এর নির্দেশ অনুযায়ী থানার মেজবাবু বিবেক মুদি এই নিখোঁজ কান্ডে পুনরায় তদন্তে নামেন। সুত্র ওই এটিএম কার্ড। জানা যায় ওই এটিএম কার্ড টি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল এর গোধুলি ব্রাঞ্চের। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। এরপর একাউন্ট নাম্বারের বিস্তারিত তথ্যে মোবাইল নাম্বার, পরিচয়পত্র গুলি জানেন তদন্তে থাকা পুলিশ অফিসার বিবেক মুদি। এরপর কল হিস্ট্রি তারপর মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে নিশ্চিত হয় যে, মঙ্গলকোটের নিখোঁজ যুবকই আত্মগোপন করে আসানসোলের গুরুনানক পল্লিতে রয়েছে। দাম্পত্য কলহ জনিত কারণে স্ত্রী - সন্তান সহ পরিবার কে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছিল সে। এরপর গত ১৯ জুলাই এটিএম কার্ড দেওয়ার নাম করে আসানসোলের এক ডাকঘরের সামনে আজাহার কে ডাকা হয়। এটিএম কার্ড নিতে এসে পুলিশের হাতে পাকরাও হয় সে।শু ক্রবার রাতে মঙ্গলকোট থানায় পরিবারের হাতে আজাহার কে তুলে দেয় পুলিশ। অপরদিকে শুক্রবার গভীর রাতে মঙ্গলকোটের নুতনহাট - কাশেমনগর সড়কপথে টহল দেওয়ার সময় কোগ্রাম সংলগ্ন আড়াল বাস স্টপেজে সাব ইন্সপেক্টর প্রশান্ত প্রামাণিক, এএসআই দিলীপ ভুক্তা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

প্রথম নজর

গাজায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণে কয়েক ডজন নিহত

আপনজন ডেস্ক: শনিবার গাজা উপত্যকার বেশ কয়েকটি এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালিয়ে অন্তত ৩০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শনিবার গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় স্থানীয় সাংবাদিক মোহাম্মদ আবু জাসের, তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছেন বলে জানিয়েছেন এক চিকিৎসক।
গাজার হামাস পরিচালিত সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, আবু জাসেরের মৃত্যুতে ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের সদস্য সংখ্যা বেড়ে ১৬১ জনে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজাজুড়ে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৩৭ ফিলিস্তিনি নিহত এবং বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। মধ্য গাজা উপত্যকার আল-নুসেইরাত শিবিরে বহুতল ভবনে বিমান হামলায় স্থানীয় দুই সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন। হামাসের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচণ্ড বন্দুক লড়াইয়ের মধ্যে রাফায় হামাসের সশস্ত্র শাখার শেষ ব্যাটালিয়নটি ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ট্যাংকগুলো শহরের উত্তরাঞ্চলের আরও গভীরে ঢুকে পশ্চিমের একটি পাহাড়ের চূড়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। হামাস নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচণ্ড বন্দুকযুদ্ধ চলছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রাফাহ শহরের পশ্চিমাঞ্চলে তেল আল-সুলতান এলাকায় গত দিনে অনেক বন্দুকধারীকে হত্যা করেছে সেনারা। গাজার মধ্যাঞ্চলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা জঙ্গিদের অবকাঠামোতে অভিযান চালিয়েছে। সামরিক বাহিনী আরও বলেছে যে তারা মধ্য গাজা স্ট্রিপের দেইর আল-বালাহে ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি কাঠামোতে আঘাত হেনেছে, বলেছে যে বন্দুকধারীরা একটি মানবিক অঞ্চল থেকে কাজ করছে এবং গাজার জঙ্গিরা সামরিক উদ্দেশ্যে বেসামরিক কাঠামো এবং জনগণকে শোষণ করার অভিযোগ করেছে, হামাস এবং অন্যান্য গোষ্ঠী এই ধরনের হামলার ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট পুনঃনির্বাচনের ঘোষণা করেছেন

আপনজন ডেস্ক: তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইয়েদ শুক্রবার বলেছেন, আগামী ৬ অক্টোবরের নির্বাচনে তিনি আরেক মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
প্রেসিডেন্টের ফেসবুক পেজে এক ভিডিওতে সাঈদ বলেন, 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত রাখাই এই প্রার্থিতার লক্ষ্য। বিরোধী দলগুলি, যাদের অনেক নেতা কারাগারে রয়েছেন, সাঈদের সরকারকে ২০২৪ সালের নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করতে এবং তার দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য বিচার বিভাগের উপর চাপ প্রয়োগের অভিযোগ করেছে। ভোট কেনার অভিযোগে আদালত বিরোধী দলীয় নেতা লুতফি স্রাইহিকে আট মাসের কারাদণ্ড দেওয়ার দিনই পুনঃনির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
আদালত রিপাবলিকান ইউনিয়ন পার্টির নেতা এবং প্রেসিডেন্ট কাইস সাইয়েদের অন্যতম সমালোচক স্রাইহিকে আজীবন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষিদ্ধ করেছে।
বিরোধীরা বলছে, কারাবন্দি রাজনীতিবিদদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত এবং সরকারের চাপ ছাড়া গণমাধ্যমকে তাদের কাজ করতে না দেওয়া পর্যন্ত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে পারে না।
২০১৯ সালে নির্বাচিত হওয়া সাঈদ ২০২১ সালে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং ডিক্রির মাধ্যমে শাসন শুরু করেন, যাকে বিরোধীরা অভ্যুত্থান বলে বর্ণনা করেছে।
প্রেসিডেন্ট বলেন, রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে চলা ব্যাপক দুর্নীতির অবসান ঘটাতে তার পদক্ষেপ বৈধ ও প্রয়োজনীয়।

বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 'নজিরবিহীন' কারফিউ জারি বাংলাদেশে

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে সরকারি চাকিরতে সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলনকে গিরে সংঘর্ষে বহু লোক নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার পর শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন অংশে সামরিক বাহিনীর টহল দেওয়ার পর পুলিশ 'গুলি অন সাইট' নির্দেশ দিয়ে দেশজুড়ে কঠোর কারফিউ জারি করেছে।
এই সপ্তাহের সহিংসতায় এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১১৫ জন নিহত হয়েছে এবং ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।মধ্যরাত থেকে কারফিউ শুরু হয় এবং লোকজনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালানোর জন্য দুপুর থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শিথিল করা হয় এবং সকাল ১০টা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য ওবায়দুল কাদের বলেছেন, চরম পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের জনতার ওপর গুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার রাস্তাঘাট দিনের বেলায় প্রায় জনশূন্য ছিল, সৈন্যরা পায়ে হেঁটে এবং সাঁজোয়া কর্মী বাহক ২ কোটি জনসংখ্যার বিশাল মেগাসিটিতে টহল দিচ্ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রবীণদের আত্মীয়দের জন্য সরকারি চাকরির ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সংরক্ষণ করে এমন একটি কোটা ব্যবস্থার প্রতিবাদে কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিক্ষোভ শুরু হয়।
মঙ্গলবার দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় অন্তত ১০৩ জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলেও এ সংখ্যা আরও বেড়েছে।শুক্রবার সম্ভবত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাণঘাতী দিন হতে পারে; সময় টিভি ৪৩ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে,
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন প্রতিবেদক ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ২৩টি মৃতদেহ দেখেছেন, তবে তারা সবাই শুক্রবার মারা গেছেন কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি।
বৃহস্পতিবার বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা দেশ 'পুরোপুরি অচল' করে দেওয়ার চেষ্টা করলে আরও ২২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।
শুক্রবার ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানিয়েছে, বাংলাদেশে 'শত থেকে সম্ভবত হাজার' মানুষ আহত হয়েছেন বলে খবরে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি 'অত্যন্ত অস্থিতিশীল' বলে জানিয়েছে তারা। নিহত ও আহতদের সরকারি সংখ্যা জানায়নি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢাকা ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য শহরে রাস্তায় ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের পর আরও সহিংসতা দমন করতে এই কারফিউ জারি করা হয়। কর্তৃপক্ষ মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা নিষিদ্ধ করে অনলাইন যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলও সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায় এবং বেশিরভাগ স্থানীয় সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়। এরই মধ্যে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট হ্যাক ও বিকৃত করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শুক্রবার নরসিংদীর একটি কারাগারে বিক্ষোভকারীরা হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে প্রায় ৮০০ বন্দি রাজধানীর উত্তরে নরসিংদীর একটি কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। এই বিশৃঙ্খলা বাংলাদেশের শাসন ও অর্থনীতিতে ফাটল এবং স্নাতক হওয়ার পরে ভাল চাকরির অভাব থাকা তরুণদের হতাশার বিষয়টি তুলে ধরেছে। গত জানুয়ারির নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলোর বর্জনের মুখে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের দখলদারিত্ব অবৈধ: জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত শুক্রবার বলেছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ও সেখানে বসতি স্থাপনে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব অবৈধ এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা প্রত্যাহার করা উচিত।
বিশ্ব আদালত নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (আইসিজে) বিচারকদের পরামর্শমূলক মতামত বাধ্যতামূলক নয় তবে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ওজন বহন করে এবং ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন দুর্বল করতে পারে।
প্রেসিডেন্ট নাওয়াফ সালাম বলেন, 'পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাইলি বসতি স্থাপন করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে তা টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।
আদালত বলেছে, ইসরায়েলের বাধ্যবাধকতার মধ্যে রয়েছে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং "বিদ্যমান বসতি থেকে সমস্ত বসতি স্থাপনকারীদের" সরিয়ে নেওয়া।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই মতামতকে 'মৌলিকভাবে ভুল' ও একপেশে বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেছে যে, কেবল আলোচনার মাধ্যমেই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইহুদি জাতি তার নিজের ভূমিতে দখলদার হতে পারে না।
এই মতামত পশ্চিম তীরের বসতি স্থাপনকারীদের পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের মতো রাজনীতিবিদদেরও ক্ষুব্ধ করেছিল, যার জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় দল বসতি স্থাপনকারী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ এবং যিনি নিজে পশ্চিম তীরের বসতিতে বাস করেন।
পশ্চিম তীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি বলেন, 'হেগের জবাব- এখনই সার্বভৌমত্ব।

গাজার জন্য সচেতনতা ও তহবিল সংগ্রহের জন্য ১,২০০ এরও বেশি ব্রিটিশ সাইক্লিস্টের যাত্রা শুরু

আপনজন ডেস্ক: গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবিতে নবনির্বাচিত লেবার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে সাইকেল চালাবেন এক হাজার ২০০ জনেরও বেশি মানুষ।
দ্য বিগ রাইড ২০১৫ সালে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতির সাথে সাইকেল চালানোর আবেগকে একত্রিত করার চেষ্টা করা কর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
লন্ডন, বেলফাস্ট, লিভারপুল, শেফিল্ড, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল ও সাউথ ওয়েলসে শনিবার থেকে শুরু হয়ে ১০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এবারের আসর।
তৃণমূল সংগঠনটি ফিলিস্তিনি দাতব্য সংস্থাগুলির জন্যও তহবিল সংগ্রহ করবে, যার মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের শিশু জোট, আমোস ট্রাস্ট এবং গাজা সানবার্ডস প্যারা সাইক্লিং দল, যা চলমান সংঘাতের মধ্যে গাজায় তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
দ্য বিগ রাইডের অন্যতম আয়োজক এলেন লোগান বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর প্রতিদিনের নিপীড়ন- বৈষম্য, পরাধীনতা ও অমানবিকতা প্রত্যক্ষ করছি। আর এখন আমরা গত ১০ মাস ধরে লাইভ স্ট্রিমিং করা গণহত্যা দেখছি। এই সহিংসতা বন্ধের জন্য সবার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত এবং প্রচারণা চালানো উচিত।
লোগান আরও বলেন, "আমরা সচেতনতা বাড়াতে এবং গাজার মাটিতে শিশু এবং প্রতিবন্ধী সাইক্লিস্টদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের বাইক এবং স্বাধীনতা ব্যবহার করি।
সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল দ্য ল্যানসেটে প্রকাশিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে, গাজায় প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে।
সাইক্লিং ইভেন্টে অংশ নেওয়া ব্রিটিশ অভিনেত্রী ম্যাক্সিন পিক বলেন, 'দ্য বিগ রাইড ফর প্যালেস্টাইন প্রায় ১০ বছর ধরে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াচ্ছে। এই বছর, আগের চেয়ে আরও বেশি রাইডার সাইন আপ করেছেন, তাই দয়া করে আপনার কাছাকাছি একটি বিগ রাইডে যোগ দিন।

রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা শনিবার ক্রাসনোদার শহরে একটি বিরল গণ বিক্ষোভ করেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে, স্থানীয় গভর্নর ব্ল্যাকআউট সৃষ্টির জন্য তাপপ্রবাহকে দায়ী করেছেন।
রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল অস্বাভাবিক গরম আবহাওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে এবং এই সপ্তাহের শুরুতে এই অঞ্চলের বৃহত্তম রোস্তভ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারটি বিদ্যুৎ ইউনিটের মধ্যে একটি বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর থেকে ইউনিটটি আবার চালু করা হয়েছে।
তিনি বলেন, 'এক সপ্তাহ ধরে ক্রাসনোদার অঞ্চলে অস্বাভাবিক গরম চলছে। শক্তি সিস্টেমের উপর লোড বিশাল। ক্রাসনোদার অঞ্চলের গভর্নর ভেনিয়ামিন কনদ্রাতিয়েভ টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বলেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বাসিন্দাদের ক্ষোভ আমি জানি এবং বুঝি। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের মাসগুলোতে সর্বোচ্চ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ সক্ষমতা বর্তমানে পর্যাপ্ত নয়।
বাজা টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শনিবারের বিক্ষোভের সময় পুলিশ অন্তত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সাথে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ যে কোনও প্রতিবাদ কার্যকলাপ, বিশেষত রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমতের উপর কড়াকড়ি আরোপ করেছে এবং গ্রেপ্তারের ঝুঁকির কারণে জনসাধারণের বিক্ষোভ খুব বিরল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চীনে সেতু ধসে নিহত ১১, নিখোঁজ বহু

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তরাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট সেতু ধসে ১১ জন নিহত ও ৩০ জনেরও বেশি নিখোঁজ রয়েছেন।
চীনের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শানসি প্রদেশের সেতুটি 'আকস্মিক বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যার কারণে' হেলে পড়ে।
রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, সেতুর নিচ থেকে উদ্ধার করা পাঁচটি গাড়ির ভেতর থেকে ১১ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
মহাসড়ক সেতুটি পানিতে ধসে পড়ায় ৩০ জনেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে সম্প্রচার মাধ্যমটি।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত ছবিতে সেতুর আংশিক নিমজ্জিত অংশকে দেখা গেছে এবং এর ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, তিনি সেতুর কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু অন্য চালকরা 'ব্রেক কষতে ও গাড়ি থামাতে চিৎকার করতে থাকেন।
মেং নামের ওই প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'আমার সামনে থাকা একটি ট্রাক থামেনি এবং পানিতে পড়ে যায়।
চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এখনো নিখোঁজদের সন্ধানে 'সর্বাত্মক উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার' আহ্বান জানিয়েছেন।
সিসিটিভি জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের ইয়ান শহরে শনিবার এক সহিংস বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ৩০ জনেরও বেশি লোক নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
শুক্রবার চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শানসির বাওজি শহরে বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত পাঁচজন নিহত ও আটজন নিখোঁজ রয়েছেন।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে কাদা পানিতে আশপাশের এলাকা পুরোপুরি প্লাবিত হওয়ার ছবি প্রচার করা হয়েছে, খননকারী ও বাসিন্দারা ক্ষয়ক্ষতি পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন।
চীনের প্রতিবেশী শানসির আধা-মরুভূমি প্রদেশ গানসু এবং মধ্য চীনের হেনানেও চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।
সিসিটিভি জানিয়েছে, হেনানের নানইয়াং শহরে সপ্তাহের শুরুতে এক বছরের সমান বৃষ্টিপাত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৭ মি.

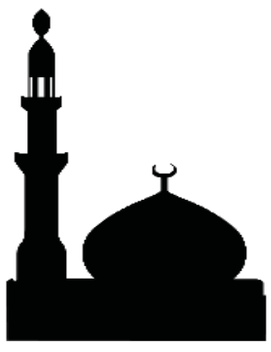

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৪	৫.০৩
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.২০	
মাগরিব	৬.২৭	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

চীনে শপিং মলে আগুন, নিহত ১৬

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি শহরের শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছে। সিচুয়ান প্রদেশের জিগং শহরের একটি ভবনের ১৪ তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ফুটেজ নানা অনলাইনমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
সেই ফুটেজে দেখা যায়, আগুন থেকে বাঁচতে অনেকেই এসময় বেলকনিতে বেরিয়ে আসেন।
উদ্ধারকারীদের তৎপরতায় সেখান থেকে ৩০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা গেছে।

ইয়েমেনের হুদেইদাহ বন্দর লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: হুথি গোষ্ঠীর হামলার প্রতিশোধ নিতে ইয়েমেনের লোহিত সাগরের বন্দর নগরী হোদেইদায় হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।
শনিবার ইয়েমেনের বন্দর নগরী হোদেইদাহ লক্ষ্য করে ধারাবাহিক বিমান হামলা চালানো হয়।
হোদেইদায় এএফপির সংবাদদাতা বেশ কয়েকটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা জানিয়েছেন যখন আল মাসিরাহ টিভি এই হামলাটিকে বন্দরের "জ্বালানি সংরক্ষণাগারগুলিতে" "ধারাবাহিক হামলা" হিসাবে বর্ণনা করেছে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে তবে বিস্তারিত আর কিছু জানায়নি।
ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি দাবি করেছেন, ইয়েমেনের বন্দর নগরী হোদেইদাহের 'সামরিক লক্ষ্যবস্তু' লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি জঙ্গিবিমান। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অসংখ্য হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাগারি এই হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, ইয়েমেনের হোদেইদাহ বন্দর এলাকায় হুথি সন্ত্রাসী সরকারের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলি জঙ্গিবিমান হামলা চালিয়েছে।

বাংলাদেশে বিক্ষোভে ৭৫ জন নিহতের ঘটনায় জবাবদিহিতা ও সংলাপের আহ্বান জাতিসংঘের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার বাংলাদেশে প্রাণঘাতী সহিংসতার খবরের পর জবাবদিহিতা ও সংলাপের আহ্বান জানান জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান।
ভলকার তুর্ক বলেন, 'সব পক্ষকে অবশ্যই সংযম দেখাতে হবে এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে শক্তি প্রয়োগ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সহিংস ছাত্র বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ৭৫ জনে পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে এবং সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে। ঢাকার পুলিশ সূত্রগুলো আনাদোলুকে জানিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন। "তরুণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করাই সর্বোত্তম এবং একমাত্র উপায়," তুর্ক যোগ করেছেন। দেশজুড়ে লড়াইয়ে দুই হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বেড়েছে, সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। তবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়তে রাজি হননি শিক্ষার্থীরা। সরকারি চাকরিতে ৫৬% কোটার ৩০ শতাংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পুত্র ও নাতিদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৯৬ সংখ্যা, ৭ শ্রাবণ ১৪৩১, ১৪ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সহনশীলতা

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত জিওফ্রে নরম্যান ব্লেইনি তাহার ক্ল্যাসিক বই 'দ্য কজেস অব ওয়্যার'-এ দেখাইয়াছেন, যুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে কেন তাহা আর সহজে থামানো যায় না। যুদ্ধ প্রলম্বিত হইবার কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন, সচরাচর যুদ্ধের শুরুটা হয় কোনো একটি পক্ষের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের চিন্তা হইতে। তবে সেই ক্ষেত্রে মুশকিল হইয়া উঠে যুদ্ধের 'ভুল হিসাবনিকাশ', যাহা প্রায় ক্ষেত্রেই যুদ্ধবাজপক্ষের চোখে পড়ে না। খুব দ্রুত ও সহজে এবং স্বল্পমাত্রার ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়েই বিপক্ষশক্তিকে ধরাশায়ী করিয়া চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যাইবে—সাধারণত এমন চিন্তা হইতেই যুদ্ধের ঘণ্টাধ্বনি বাজায় কোনো কোনো পক্ষ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শক্তিধর বিভিন্ন পক্ষের সম্পৃক্ততায় বিজয়লাভের সমীকরণ ক্রমশ কঠিনতর হইয়া উঠে। অতীতের প্রায় সকল যুদ্ধেই যুদ্ধবাজদের এহেন ভুল হিসাবনিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৭৯২ সালে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, প্রুশিয়া ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিল এই বিশ্বাসে যে, একটি বা দুইটি সংঘর্ষের পরেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে, সমস্যার সমাধান হইবে; কিন্তু সেই সংঘাত গড়াইয়াছিল প্রায় ২৫ বছর পুনরাবৃত্তিমূলক যুদ্ধে। আরো ভয়ানক কথা, এই যুদ্ধ প্রধান শক্তিগুলিকে যুদ্ধের ময়দানে টানিয়া আনিয়াছিল, যাহার ফলে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে গোটা বিশ্বে। একই ধরনের চিন্তার বশবর্তী হইয়া ১৯১৪ সালের আগস্টে ইউরোপের দেশগুলি যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। তাহাদের ধারণা ছিল, সৈনিকেরা অতি অল্প সময়েই যুদ্ধ জয় করিয়া ক্রিসমাস বা বড়দিনের ছুটিতে ঘরে ফিরিয়া আসিবে। সৈন্যরা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল বটে, তবে ১৯১৮-এর আগস্টে!

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথাই যদি ধরা হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন—খুব সহজেই ইউক্রেনকে কবজা করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি কি তাহা পারিয়াছেন? অবশ্যই নয়। বরং ২০২২ সালে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ এখনো চলিতেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই বিশ্ব প্রবেশ করে ইসরাইল-হামাস সংঘাতের যুগে। এই যুদ্ধও বন্ধ হয় নাই। উপরন্তু ইহা যেন পৃথিবীর জন্য নূতন 'মহা সংকট' হইয়া উঠিতেছে। এখন পর্যন্ত এই রণক্ষেত্রে প্রাণ ঝরিয়াছে ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির, যেইখানে যুদ্ধাহতদের সংখ্যা প্রায় লক্ষের কাছাকাছি। সবচাইতে দুঃখজনক হইল, এই যুদ্ধে নিহতদের প্রায় অর্ধেকই নারী ও শিশু। উল্লেখ্য, ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতের শুরুটা ইসরাইলি ভূখণ্ডে হামাসের আক্রমণের সূত্র ধরিয়া। গত বত্সরের ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের নজিরবিহীন হামলায় নিহত হয় ১ হাজার ২০০ ইসরাইলি। অতঃপর ইসরাইলি বাহিনীর পালটা হামলায় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা লাশের সারিতে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

উড্রো উইলসন বলিয়াছেন, 'একবার যুদ্ধ শুরু হইলে সহনশীলতা বলিয়া যে কোনো ব্যাপার আছে, পক্ষগুলি তাহা যেন ভুলিয়াই যায়।' সত্যিই, গাজা যুদ্ধে সহনশীলতার চিহ্ন মাত্র নাই! অন্যান্য যুদ্ধের মতোই এই সংঘাতের বড় ভুক্তভোগী বেসামরিক মানুষ তথা সাধারণ জনগণ, যাহারা যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধের শিকার। পিয়ার্স ব্রাউনের কথাই যেন তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—'আমরা শান্তিতে থাকিতাম। কিন্তু শত্রুরা আমাদের যুদ্ধের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।' প্রশ্ন হইল, গাজা যুদ্ধকে টানিয়া লম্বা করিতেছে কে বা কাহারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে বারবার গাজায় হামলা চালাইবার ব্যাপারে নিষেধ ও সতর্ক করিতেছে। গোটা বিশ্বই এই ব্যাপারে বেশ সোচ্চার। ইহার পরও কেন যুদ্ধ থামিতেছে না? ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করিতেছেন বলিয়া গুঞ্জন রহিয়াছে; কিন্তু তাহার হিসাবনিকাশ কতখানি সঠিক? তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগামী ইসরাইল তো চাইলেই হামাসের প্রতি জন সদস্যকে 'পিন পয়েন্ট' করিয়া নির্মূল করিবার সামর্থ্য রাখে! তদুপরি হামাস নিধনের নামে সাধারণ নিরীহ মানুষ হত্যার পেছনে কী হিসাবনিকাশ থাকিতে পারে? অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের জনগণকে হামাসের 'মানবঢাল' হিসাবে ব্যবহার করার মধ্যেই-বা কী হিসাবনিকাশ আছে? এইভাবে নিরীহ, নিরপরাধ শিশুদের হত্যার মধ্য দিয়া আর যাহাই হউক, কোনো হিসাবই আলোর মুখ দেখিবে না।

গাজা প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত আমেরিকা

গাজায় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের খোলামেলা সমর্থন নিয়ে বহু ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, তিনি যা করছেন, তাতে যেমন ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা হবে না, তেমনই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ হবে না। তাঁর এ রকম অবস্থানকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতা বলেও মনে করা হচ্ছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাইডেনের দুমুখো নীতি নিয়ে লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**

একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা দেওয়ার চেষ্টা করলে তার ফল একটাই, সখাত সলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা। গাজা নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখন তেমন আশঙ্কার মুখে। একই মুখে তিনি দুই কথা বলছেন। একদিকে তিনি ইসরায়েলকে ধমক দিচ্ছেন, অন্যদিকে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। মুখে বলছেন, রাফা আক্রমণ হলে তা হবে 'লাল সীমারেখা' লঙ্ঘন। সেই রাফা যখন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা দিয়ে উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিদের খুন করা হয়, তাঁর মুখপাত্র হাত কচলে বলেন, না, বাইডেনের ধরে দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি পৃথিবীর মানুষকে নির্বোধ মনে করেন?

৭ অক্টোবরে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার পর বাইডেন তড়িঘড়ি করে ইসরায়েলে এসে নিজেকে 'জায়নবাদী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সপ্তাহ না যেতেই তিনি টের পেলেন, ইসরায়েলে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হলেও নিজ দেশের মুসলিম ও আরব ভোটাররা তাঁর ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত। ২০২০ সালের নির্বাচনে এরা তাঁর 'নিরাপদ ভোটব্যাংক' ছিল।

গাজা প্রশ্নে তাঁর ইসরায়েল-প্রীতির ফলে সেই আরব-মুসলিম ভোটাররা ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। অবস্থা সামাল দিতে তখন কিছুটা গোপনে, তথ্যমাধ্যমের লোকদের না জানিয়ে, তিনি হোয়াইট হাউসে মুসলিম নেতাদের ডেকে তাঁদের কাছে 'ক্ষমা' চাইলেন। তাতে অবশ্য চিড়ে ভেজেনি। সেই সভাতেই মুসলিম নেতারা তাঁদের অসন্তোষের কথা জানালেন।

আপনি একদিকে গাজায় বেসামরিক নাগরিক হত্যায় উদ্বেগ দেখাচ্ছেন, আবার জাহাজবোঝাই অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। এমনকি গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঠানো হতাহতের হিসাব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফিলিস্তিনি-যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকারকর্মী রামি নাশাশিবলি। বাইডেনের মুখের ওপরে তিনি বলেই বসলেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার কি কোনো ধারণা আছে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে যখন আপনি প্রশ্ন তোলেন, তখন আমাদের কাছে তা কী রকম নিষ্ঠুর ও পরিহাসময় মনে হয়?

সেটা গত বছর নভেম্বরের কথা। এরপর আরও ডজনখানেক সময় বাইডেন মুখের এক কোনা দিয়ে ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তাদের জাহাজবোঝাই অস্ত্র পাঠিয়েছেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, গাজায় ইসরায়েল যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো বোমাও রয়েছে। সেসব বোমার আঘাতেই বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু হচ্ছে। সে কথা উল্লেখ করে সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, ইসরায়েল সংযত না হলে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে অস্ত্র পাঠানো সাময়িক হলেও বন্ধ করবে।

■ ইসরায়েলে বাইডেনের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হলেও নিজ দেশের মুসলিম ও আরব ভোটাররা তাঁর ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত।

■ 'আসলে সব পক্ষকে খুশি করার চেষ্টায় বাইডেন একবার এক কথা বলছেন, পরক্ষণেই ভিন্ন কথা।'

■ তিনি যা করছেন, তাতে যেমন ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা হবে না, তেমনই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ হবে না।

■ সামনে নির্বাচন, সে কথা মাথায় রেখে বাইডেনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি একেবারে তেলেঝোলে একাকার।

বস্তুত, এই তথাকথিত 'পজ' বা সাময়িক বিরতি স্থায়ী ছিল মাত্র চার দিন। ৯ মে অস্ত্র প্রেরণে 'বিরতি' ঘোষণার খবর বাসি হতে না হতেই ১৫ মে বাইডেন প্রশাসন কংগ্রেসকে জানায় যে তারা ইসরায়েলকে অতিরিক্ত এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র পাঠাচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান সিবিএস নিউজকে জানান, 'আমরা ইতিপূর্বে অনুমোদিত অস্ত্রের পুরো চালান পাঠাব। ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের কথার কোনো নড়চড় হবে না।' এরা কি পৃথিবীর মানুষকে উল্লুক মনে করে?

প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন ওয়াশিংটনের আরব সেন্টারের পরিচালক ইউসেফ মুনায়ের। ওয়াশিংটন পোস্টকে তিনি বলেছেন, একই সঙ্গে দুরকম কথা বলার ফলে বাইডেন প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। 'আসলে সব পক্ষকে খুশি করার চেষ্টায় বাইডেন একবার এক কথা বলছেন, পরক্ষণেই ভিন্ন কথা।'

সামনে নির্বাচন, সে কথা মাথায় রেখে বাইডেনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি একেবারে তেলেঝোলে একাকার।

বাইডেন যে একই সঙ্গে ইসরায়েলের সমালোচনা ও তাকে নিজের ছাতার তলে আশ্রয় দিচ্ছেন, তার সর্বশেষ উদাহরণটি আরও চমৎকার। টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, কোনো সন্দেহ নেই নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য নেতানিয়াহু যুদ্ধ প্রলম্বিত করছেন। মঙ্গলবার সেই তিনি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বললেন, না, যুদ্ধ নিয়ে নেতানিয়াহু কোনো রাজনীতি করছেন বলে মনে হয় না। বরং যে কঠিন চ্যালেঞ্জের তিনি সম্মুখীন, তা সামলাতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

আপনার কোন কথাটা ঠিক, মিস্টার প্রেসিডেন্ট?

আরও একটা উদাহরণ দিই। মুখে মুখে অনেকবারই অস্ত্র না পাঠানোর কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। অথচ তাঁর প্রশাসন ইসরায়েলকে অতিরিক্ত এক স্কোয়াড্রন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান প্রেরণের ব্যাপারে নতুন চুক্তি ঘোষণা করেছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক সাবেক কর্মকর্তা, জশ পল, গাজায় মার্কিন নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, বাইডেন প্রশাসনের ঠিক এই মুহূর্তেই যে এই রকম একটি চুক্তি ঘোষণা করতে হলো, তাতে স্পষ্ট তারা গাজায় যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে মোটেই 'সিরিয়াস' নয়।

বাইডেনের এই দুমুখো অবস্থান কতটা ক্ষতিকর, সে কথা খোলাসা করে বলেছেন ব্রুকিংসের শিবলি তেলহামি। তাঁর কথায়, বাইডেন এক বিপজ্জনক খেলায় নেমেছেন। তিনি যা করছেন, তাতে যেমন ইসরায়েলের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা হবে না, তেমনই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ হবে না। আমরা জানি, বাইডেন মুখে মুখে গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইনের কথা বলতে ভালোবাসেন।

জর্ডানের বাদশা আবদুল্লাহ সেদিকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, বাইডেন নিজের সুবিধামতো আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ করতে ভালোবাসেন। হামাসের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, কিন্তু ইসরায়েল যখন সেই একই আইন তিন গুণ লঙ্ঘন করে, তখন তাঁর মুখে রা নেই। কেন, ফিলিস্তিনি জীবনের মূল্য কি ইসরায়েলি জীবনের চেয়ে কম?

বস্তুত, আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের প্রশ্নে বাইডেন প্রশাসন কতটা 'সিলেকটিভ', তার সেরা উদাহরণ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি কর্তৃক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া। সে ঘোষণা আসার সঙ্গে সঙ্গে বাইডেন প্রশাসন তাঁকে অযৌক্তিক, অভাবিত ও বেআইনি বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। গাজায় কোনো জেনোসাইড বা জাতিহত্যা হচ্ছে না, আইসিসি যা করছে তা ভুল, বাইডেন নিজে সে কথা বলেছেন।

এক বছর আগে (১৩ মার্চ ২০২৩) সেই আইসিসি থেকে যখন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো, প্রেসিডেন্ট বাইডেন রীতিমতো হাততালি দিয়ে বললেন, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। 'কোনো সন্দেহ নেই ইউক্রেনে যা হচ্ছে তা জেনোসাইড,' তিনি বললেন।

মার্কিন কংগ্রেস অবশ্য বাইডেনের চেয়েও দেড় গুণ সরেস।

রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক—উভয় দলের সদস্যদের প্রায়-ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত এক প্রস্তাবে মার্কিন কংগ্রেস শুধু যে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়, আইসিসির কৌঁসুলি করিম খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগাম হুমকি দেয়।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র মুখে আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে নিজের সমর্থন যত ঢাকঢোল পিটিয়ে জানান দিক না কেন, তারা নিজেরাই আইসিসিকে স্বীকৃতি জানায়নি। কারণ একটাই, পৃথিবীর নানা প্রান্তে কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র যেসব বেআইনি কাজ করে চলেছে, আইসিসির আইনগত বৈধতা মেনে নিলে একদিন না একদিন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তাদের বিরুদ্ধেও জারি হতে পারে, এই ভয়।

ইসরায়েল প্রশ্নে বাইডেনের পরস্পরবিরোধী নীতির ফল দাঁড়িয়েছে এই যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখন আর বাইডেন বা মার্কিন প্রশাসনকে বিশ্বাস করে না। তাঁকে কেউ ভয়ডর করে বলেও মনে হয় না। গত সপ্তাহে বাইডেন মহাসমারোহে গাজার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব করে তিন দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।

হামাস ও ইসরায়েল উভয়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেই প্রস্তাবটা করা হয়েছিল। হামাস প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর ক্যাবিনেটের মতামত উপেক্ষা করে বলে বসলেন, হামাস নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির প্রশ্নই ওঠে না। ইসরায়েল, যে কিনা যুক্তরাষ্ট্রের পোষা 'পুডল' (ছোট আকারের কুকুর), সে-ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখের ওপর বলে দিচ্ছে তাঁর কথাকে সে থোড়াই পাত্তা দেয়।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, যুক্তরাষ্ট্র যদি চায়, নেতানিয়াহুকে কাবু করা তার জন্য কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাকস মনে করেন, বাইডেন সত্যি সত্যি চাইলে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন এক দিনে বন্ধ করা সম্ভব। তিনি তা করবেন না ইসরায়েলের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আনুগত্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি লবির চাপ—এই দুই কারণে।

গাজা প্রশ্নে এই একপেশে নীতি অনুসরণ করে বাইডেন হয়তো ইসরায়েলকে বাঁচাতে পারবেন, কিন্তু নভেম্বরের নির্বাচনে আরব, মুসলিম ও তরুণ ভোটারদের প্রতিরোধের ফলে নিজের গদি সামলাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর সন্দেহ রয়েছে।

হাসান ফেরদৌস প্রাবন্ধিক

সৌ: প্র: আ:

ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম

জোসেফ এস নাই

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন ইউক্রেনে আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি দ্রুত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল করে ইউক্রেনে সরকার পাল্টে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পুতিন সফল হতে পারেননি। ইউক্রেনে এখনো লড়াই চলছে। এই লড়াই কখন কীভাবে শেষ হবে, তা কেউ জানে না। যদি কেউ এই সংঘাতকে ইউক্রেনের 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' হিসেবে দেখেন, তাহলে তিনি ইউক্রেনের সীমানা কতটা দখল হয়েছে, সেদিকে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়েই বলতে পারেন, ইউক্রেনীয়রা ইতিমধ্যে জয়ী হয়েছেন।

এ ছাড়া ইউক্রেনের ব্যাপারে পুতিনের আচরণ ইউক্রেনের জাতীয় পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করে দিয়েছে।

এই যুদ্ধ থেকে এর বাইরে আমরা আর কী শিখেছি? প্রথম আমরা শিখলাম পুরোনো এবং নতুন অস্ত্র একে অপরের পরিপূরক।

রাজধানী কিয়েভ রক্ষায় ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রাথমিক সাফল্যের পর আধুনিক যুদ্ধে ট্যাংক-যুগের সমাপ্তি ঘটেছে বলে অনেকে মন্তব্য করছিলেন।

ওই সময় আমি সঠিকভাবেই সতর্ক করেছিলাম, ট্যাংক যুগের সমাপ্তি হয়েছে বলে যে ঘোষণা আসছে, তা অপরিপক্ব প্রমাণিত হতে পারে। কারণ, যুদ্ধটি উত্তর শহরতলি থেকে ইউক্রেনের পূর্ব সমভূমির দিকে চলে গেছে।

অবশ্য তখনো আমি ট্যাংক ও যুদ্ধজাহাজবিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে ড্রোনের কার্যকারিতা অনুমান করতে পারিনি।

কখনো আমি ভাবতে পারিনি, ইউক্রেন কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম দিকের অর্ধেক এলাকা থেকে রুশ নৌবাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এই যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় যে পাঠ আমরা নিতে পারি, সেটি হলো পারমাণবিক অস্ত্র শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে কাজ করে। পুতিনের পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের হুমকি ন্যাটোকে ইউক্রেনে সেনা পাঠানোয় বাধা দিয়েছে।

তবে বিষয়টি এমন নয় যে ইউরোপের চেয়ে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা বেশি। রাশিয়ার ইউরোপকে ঠেকিয়ে রাখতে পারার বড় কারণ হলো, পুতিন ইউক্রেনকে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নিলেও ইউরোপের নেতারা বিষয়টি সেভাবে ভাবেননি।

তবে পুতিনের হুমকি ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পাশাপাশি পুতিনকে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে হামলা চালানো থেকে পশ্চিমারা ঠিকই বিরত রাখতে পেরেছে।

তৃতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যুদ্ধ এড়ানোর নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কিছু জার্মান নীতিনির্ধারক অনুমান করেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার জন্য রাশিয়া এবং ইউরোপ উভয় পক্ষকে চড়া মূল্য দিতে হবে। এ কারণে কোনো পক্ষই প্রকাশ্য শত্রুতায় জড়াবে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা যুদ্ধ ঠেকাতে পারে না বরং যুদ্ধের খরচ বাড়াতে পারে।

চতুর্থ শিক্ষণীয়টি হলো কোনো দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে স্বল্প মেয়াদে ভালো কোনো ফল পাওয়া যায় না, বরং খরচের হিসাব লম্বা হতে থাকে। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমারা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর রাশিয়া বিকল্প মিত্র বেছে নিয়েছে।

রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় জ্বালানি কিনেছে ভারত ও চীন। বরং রাশিয়া থেকে তেল আনতে না পারায় ইউরোপের অনেক দেশের মধ্যেই অস্থিরতা শুরু হয়েছে।

পঞ্চম পাঠ হলো, তথ্যযুদ্ধের ধরন এখন অনেক পাল্টে গেছে।

আধুনিক তথ্যযুদ্ধে কোন পক্ষের সেনাবাহিনী জিতেছে, শুধু সেটিকে বড় করে প্রচার করাই শেষ কথা নয়, বরং কে কোন গল্প বা ভাষ্যকে বেশি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রচার করতে পারছে, সেটি বড় বিষয়।

অনেক বিশ্লেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউক্রেনের অবকাঠামো এবং সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাইবার হামলা অসাধ্য সাধন করবে। ড্রোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগগুলো সাইবার হামলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সম্ভব। সেটি যুদ্ধকে এখন আরও জটিল করে তুলেছে।

ষষ্ঠ পাঠ হলো, যুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করার জন্য সফট পাওয়ারও প্রয়োজন। পুতিন শুরুর দিকে সাফ পাওয়ারের পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন।

ইউক্রেনে হামলার প্রথম দিকে বিশ্ববাসীর কাছে পুতিনের সমর্থন কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাহসী ভূমিকা তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

এই সফট পাওয়ার জেলেনস্কি ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অনেক বেশি সাহসী করে তুলেছে।

সপ্তম শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, আধুনিক যুদ্ধে সাইবার সক্ষমতা বুলেটের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাশিয়া কমপক্ষে ২০১৫ সাল থেকে ইউক্রেনের পাওয়ার গ্রিডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য সাইবার অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

অনেক বিশ্লেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউক্রেনের অবকাঠামো এবং সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাইবার হামলা অসাধ্য সাধন করবে। ড্রোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগগুলো সাইবার হামলার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সম্ভব। সেটি যুদ্ধকে এখন আরও জটিল করে তুলেছে।

জোসেফ এস নাই হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের একজন ইমেরিটাস অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

হিলি ব্লকের তিওড়ে পালিত অরণ্য সপ্তাহ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মহাসমারোহে হিলি ব্লকের তিওড়ে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ। উজ্জীবন সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এবং তিওড় সর্বেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অরণ্য সপ্তাহের শেষ দিনে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ ও বনমহোৎসব কর্মসূচি। এই কর্মসূচির এবছরের মূল শ্লোগান হল - "বেশী করে নিম গাছ লাগান"। আগামী বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ও বালুরঘাট ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নিম গাছের চারা রোপন করার জন্য সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে উজ্জীবন সোসাইটি সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থির হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হীরা ঘোষ ও শ্রাবণী মুখার্জী।
এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষিকা সুলেখা চক্রবর্তী, এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী বঙ্গরত্ন বিশ্বনাথ লাহা, বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক শ্যামল চক্রবর্তী, শিক্ষক রবিন মন্ডল, বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী শ্রুতি গোস্বামী, বিদ্যালয়ের সভাপতি অরুণ বর্মন সহ আরো অনেকে। তিওড় সর্বেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রীগণ, এলাকার পরিবেশপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ, উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরোজ দাস, সহ সম্পাদক পরিমল মাহাতর উপস্থিতিতে বনমহোৎসব দারুনভাবে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে রূপায়িত হয়। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য নিশিতা লাহা পরিবেশ দূষণ রুখতে একটি খুব সুন্দর আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এরপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের চারদিকে কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা নিম গাছ, মেহগনি গাছ এবং গামারি গাছ রোপন করে এই বিশেষ দিনটিকে তারা সাড়ম্বরে পালন করে। উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরজ দাস বলেন, 'পরিবেশ দূষণ রুখতে নিম গাছ লাগানোর পরিকল্পনা এ বছর গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিকটি মাথায় রেখে মেহগনি ও গামারি গাছ লাগানোর চেষ্টা চলছে।'

পাকুয়াহাট এএনএম হাইস্কুলে অরণ্য সপ্তাহ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ১৪ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত অরণ্য সপ্তাহ। তাই শনিবার এই অরণ্য সপ্তাহ পালনে এগিয়ে এলেন পাকুয়াহাট এ.এন.এম.হাইস্কুল। এদিন পাকুয়াহাট এ.এন.এম. হাইস্কুল প্রাঙ্গণসহ স্কুলের বাইরে বিভিন্ন এলাকায় গাছের চারা লাগিয়ে অরন্য সপ্তাহ উদ্যাপন।স্কুলে তরফে অভিনব উদ্যোগে বৃক্ষরোপনের ।স্কুলের শিক্ষক-সহ ছাত্ররা সকলেই মিলিত অভিনব উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন গাছের বীজ গুলির মতো করে বাটুল দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া উদ্যোগ নেওয়া হয় যাতে সেই বীজগুলো পশুপাখি না খেয়ে ফেলতে পারে তাই এই উদ্যোগ নিয়ে বাটুলের করে গাছের বীজে গুলি গুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দাও ব্যবস্থা করা হয়। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে সকল ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে পাকুহাট এলাকাবাসীকে সচেতন করতে একটা র‍্যালি বের করা হয়।
সেই মিছিলের মাধ্যমে সাধারণ

মানুষকে বৃক্ষরোপণের ভূমিকা কি এবং গাছ কেটে ফেললে কতটা ক্ষতি পৃথিবীর ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা হবে সেই সব বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হয়।এই বিষয়ে শিক্ষকেরা জানান- যে ভাবে গাছ কেটে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে তাই আমাদের স্কুলে সকল ছাত্র সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা, অরণ্য সপ্তাহ পালন করার জন্য গাছ লানানো হয়। একটি গাছ একটি প্রাণ আর এই গাছ পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করতে কতটা প্রয়োজন সে বিষয়ে তুলে ধরেন।এছাড়াও শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলিত হয়ে অভিনব উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে গাছের বীজ কে মাটির ভেতরে দিয়ে গুলি হিসাবে ভেতরের দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফেলা হচ্ছে যাতে পশুপাখি খেয়ে ফেলতে না পারে বর্ষার সামনে গাছ গুলি বড় হবে।

খন্ডঘোষে অটিজম শিশুদের চিহ্নিত করণ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নিজের ব্লকের আন্ডারে থাকা অটিজমে আক্রান্ত বাচ্চাদের প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন খণ্ডঘোষ ব্লকের সিডিপিও লালেশ শর্মা । সব মিলিয়ে ২৪ জন কে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে ১৫ জন শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন তাদের অভিভাবকরা। একেবারেই নিজস্ব উদ্যোগে খণ্ডঘোষ আইসিডিএস প্রজেক্ট অফিসে কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লকের সিডিপিও লালেশ শর্মা।। যে সকল শিশুদেরকে আপাতত ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই শিশু গুলির মধ্যে অটিজম নাকি নিউরো ডিসঅর্ডার রয়েছে নাকি অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত তারা, সেই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই হলো মূল লক্ষ্য। পাড়ুয়া প্রতিবন্ধী কল্যাণ

সমিতির পক্ষ থেকে আজ এই সকল শিশুদের মায়েদের কিভাবে তারা বাচ্চাকে সুস্থ রাখবে কোন ধরনের ব্যায়াম করলে কিছুটা হলেও বাচ্চার সমস্যা সমাধান হবে সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলেন। সপ্তাহে একদিন অনলাইনের মাধ্যমে পাড়ুয়া প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এই সমস্ত কিছুই শেখানো হবে শিশুর মায়েদের। এই বিকর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন খন্ডঘোষ ব্লকের সিডিপিও লালেস শর্মা, জেলা জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

জামালকে ঘিরে পুলিশ, সরকারি আইনজীবীর বক্তব্যে অসঙ্গতি

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: সোনারপুরের জামাল সর্দার গ্রেফতারের ঘটনায় তদন্তকারী অফিসার ও সরকারি আইনজীবীর বক্তব্যের অসঙ্গতি নিয়ে চাঞ্চল্য বারুইপুর আদালতে। শুক্রবার রাতে গ্রেফতার হয় জামাল। শনিবার তাকে আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সামিউল হক ঘটনার তদন্তের জন্য জামালকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে চান। কিন্তু দেখা যায়, তদন্তকারী অফিসার তাঁর আবেদনে জুডিসিয়াল কাস্টডি চেয়েছেন। এই বিষয় নিয়েই প্রশ্ন তোলেন অভিযুক্তের আইনজীবী সুব্রত সর্দার। বিষয়টি নিয়ে তদন্তকারী অফিসারকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক। পাশাপাশি, সুব্রত আদালতে জানান, জামালের বিরুদ্ধে যে ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই জামিনযোগ্য। জামিন অযোগ্য যে ধারা রয়েছে, সেগুলো নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, খুনের চেষ্টার অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু আক্রান্তের মেডিক্যাল রিপোর্টে তেমন আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। বাড়ির লোকজনের সামনে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন আক্রান্ত। খুনের চেষ্টা করলে বাড়ির লোকজনের সামনে করা হত কি, সেই প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী।
অভিযুক্তকে শিকলে বেঁধে মারা হয় বলে অভিযোগ। সেই শিকল উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও। শিকল, সিসি ক্যামেরা উদ্ধারের পরেও অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী।এর পরিপ্রেক্ষিতে জামালের জামিনের দাবি করেন আইনজীবী।
আজ জামালের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল বারুইপুর আদালত।জামাল সরদারের গ্রেফতারের পর আজ তাকে বারুইপুর আদালতে তোলা হয় ১৪ দিনের পুলিশ হেপাযত চেয়ে।
মহামান্য বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।
জামালের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ, গৃহবধূদের শিকলে বেঁধে নির্যাতন, খুনের চেষ্টা , অবৈধভাবে কচ্ছপ ও ঘোড়া রাখা। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে জামাল, তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে তিনি জানান। এমনকি তার যে ঘোড়া রয়েছে বলে প্রচার হচ্ছে সে ঘোড়া তার নয় এক প্রতিবেশীর ঘোড়া বলে তিনি জানান।

৮০ জন যক্ষ্মারোগীকে সহায়তা সাংসদ সামিরুল ইসলামের

সেখ রিয়াজউদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে যক্ষা রোগ সম্পূর্ণ নির্মূলিকরণের লক্ষ্যে এক অভিযান শুরু হয়েছে "টিবি মুক্ত ভারত "।সেজন্য শুরু হয়েছে নিক্ষয় মিত্র নামক প্রকল্প । যক্ষা রোগীদের জন্য ঔষধের পাশাপাশি খাদ্য তথা পুষ্টির বিশেষ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নিক্ষয় মিত্র হিসেবে যে কেউ দায়িত্ব নিতে পারেন যক্ষা রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে। নিক্ষয় মিত্র প্রকল্পের অধীনে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি যোগানের লক্ষ্যে নিউট্রিশন কিট দেওয়া হয়ে থাকে।এরূপ সাহায্যের ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে।সেরূপ রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের বসোয়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৮০ জন যক্ষা রোগীকে নিক্ষয় মিত্র প্রকল্পে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের দায়িত্বভার তুলে নিলেন বীরভূমের ভূমিপুত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠান থেকেই রোগীদের হাতে ছমাসের জন্য পুষ্টিকর খাবারও তুলে দিলেন রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লক এলাকার যক্ষা আক্রান্ত ৮০ জন রোগীর হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম, রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে, রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভন দে, ডেপুটি সিএম ও এইচ- ১ অমিতাভ সাহা,বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়,বিএম ও এইচ অভিজিৎ রায়চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহারা মন্ডল, মাড়গ্রাম থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।উল্লেখ্য রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা সূত্রে জানা যায় যে এখানে প্রতিবছর প্রায় দু হাজার যক্ষা রোগী চিহ্নিত হয়। এ বছর জুন পর্যন্ত রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলায় যক্ষা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ ৮৭ জন।ইতিমধ্যে ৫৫ জন নিক্ষয় মিত্র হিসেবে ১৭০ জন রোগীকে পুষ্টিকর খাবার সহায়তার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানা যায়।

নিখোঁজ কান্দির হাটপাড়ার যুবক, চিন্তায় পরিবার

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: ৫ দিন ধরে নিখোঁজ হাটপাড়ার যুবক, চিন্তায় পরিবার , ছেলেকে ফিরে পেতে কাতর আবেদন পরিবারের। গত ৫ দিন ধরে নিখোঁজ হাটপাড়ার ওদুদ সেখ নামে ২৮ বছেরের যুবক, বিভন্ন জায়গায় খোঁজ করে সন্ধান না পেয়ে চিন্তায় রয়েছে পরিবার। জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত হাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মাস্তর সেখের ছেলে ওদুদ সেখ নামে ২৮ বছরের যুবক গত ১৪ জুলাই সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মীয়র বাড়ি থেকে বিভিন্ন জায়গায় হন্যে হয়ে খোঁজ নিয়েও ওদুদ সেখকে না পেয়ে অবশেষে পরিবারের পক্ষ থেকে কান্দি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন । ইতিমধ্যেই বিষটি ক্ষতিয়ে দেখছে কান্দি থানার পুলিশ। নিঁখোজ ওদুদ সেখের বাবা মাস্তর সেখ বলেন " আমার সহজ সরল ছেলে বুদ্ধিতে ইকটু কম, হালকা মানসিক সামস্যা রয়েছে। চার দিন আগে সন্ধা নাগাদ হটাৎ কোথায় চলে গেলো বুঝতে পারছি না। ছেলের মা দুদিন ধরে চিন্তায় ঠিক মতো ঘুমাচ্ছে না, খাচ্ছে না,।
ছেলেকে ফিরে পেতে কাতর আবেদন জানিয়েছেন পরিবার।

পুলিশ ও জনগণের মিলিত রক্তদান শিবির

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এবং ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের সহযোগিতায় ডালখোলার গণনায়ক ভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। "ডোনেট ব্লাড, সেভ লাইফ" স্লোগানের অধীনে এই রক্তদান শিবিরটি আয়োজিত হয়েছে। শিবিরের আয়োজন সকাল ১০টায় শুরু হবে এবং এতে সকলের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি, ডালখোলা ট্রাফিক গার্ডের সদস্যরাও রক্তদান করবেন। এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হল রক্তের অভাব পূরণ করা এবং জরুরি সময়ে রোগীদের জন্য রক্তের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। পুলিশ কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা এই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করবেন। তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে, স্থানীয় জনগণ এই মহৎ উদ্যোগে ব্যাপকভাবে সাড়া দেবেন এবং রক্তদানে অংশগ্রহণ করবেন।
রক্তদানের পর রক্তদাতাদের সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থাও থাকবে। এই রক্তদান শিবির সমাজে মানবিকতার উদাহরণ স্থাপন করবে এবং সমাজের মানুষের মধ্যে একতা ও সহানুভূতির বোধ জাগ্রত করবে। সবমিলিয়ে, এই রক্তদান শিবির একটি সফল এবং মহৎ উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হবে। রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তাদের মানবিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং অন্যদের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

বৃক্ষরোপণ মাইতা স্কুলে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● গড়বেতা

আপনজন:গাছ লাগান , গাছ বাঁচান স্লোগানকে সামনে রেখে বনমহোৎসব সপ্তাহে গড়বেতার মাইতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। এদিনের কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য তথা রাজ্য তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি শান্তনু দে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যত ভোটে জিতবেন তত গাছ লাগাবেন এদিনের কর্মসূচি তারই অংশ বলে জানান। উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা রেঞ্জের আধিকারিক খুরশিদ আলম গোয়ালতোড় রেঞ্জের আধিকারিক চন্দন মন্ডল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল চন্দ্র, গড়বেতা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিবু বাগ প্রমুখ।

বাংলাদেশে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ বিশ্বভারতী পড়ুয়াদের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রক্তাক্ত বাংলাদেশ, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদের আঁচ কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিল থেকে ডাক শান্তি ফিরুক আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। চাকরি কোটা বিরোধী আন্দোলনে অশান্ত বাংলাদেশ। রক্তাক্ত গোটা রাষ্ট্র। রাস্তায় আন্দোলনকারীরা। প্রতিহত করতে নেমেছে সেনা। গুলিতে নিহত ছাত্ররা। বাংলাদেশে গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এবং শান্তি ফেরার দাবিতে শান্তিনিকেতনে পথে নামল বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। শান্তিনিকেতনের বাংলাদেশ ভবন থেকে বিশ্বভারতী পড়ুয়ারা হাতে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে অভিনব প্রতিবাদে শামিল হন। মিছিল শেষ হয় শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহের সামনে।
শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহের সামনে বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা হাতে মোমবাতি, প্লাকার্ড, গলায় রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ শান্তি ফিরে আসুক এই দাবি জানান।

মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেসের প্রতিবাদ ও পথসভা মল্লারপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে মল্লারপুর বাহিনা মোড়ে শনিবার সকাল ১০ টায় ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লক কংগ্রেস ও কিষাণ কংগ্রেসের উদ্যোগে নিত্যপ্রোজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথসভা করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হলো।
আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, পটল, করলা থেকে শুরু করে সব ধরনের কাঁচা সবজি তেল, নুন, চাল, ডাল সব জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য। অথচ না কেন্দ্র, না রাজ্য কোনো সরকারের কোনো হেলদোল নেই। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধারন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের তৃনমুল ও কেন্দ্রের বিজেপি এই দুই সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে পথসভায় বক্তব্য রাখলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। অবিলম্বে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম না কমাইলে জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলন করবে বলে হুঁশিয়ারী দেন জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি, কিষাণ কংগ্রেস জেলা চেয়ারম্যান ও পিসিসি সদস্য সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পার্বতী কুমার চৌধুরী, যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, ময়ূরেশ্বর বিধানসভা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক মান্নান মিয়া, মল্লারপুর - ২ নং অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি মাধব দাস, কানাচি অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি সাকাল সেখ, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, সমীর কুমার দত্ত, বড়তুড়িগ্রাম অঞ্চল কংগ্রেস নেতা হাবিবুল্লা সেখ প্রমুখ নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ।

বসিরহাটের এসপিকে ডেপুটেশন আইএসএফের

মিসবাহ উদ্দিন ● বসিরহাট

আপনজন: নির্বাচন পরবর্তীতে বসিরহাট লোকসভায় বিভিন্ন বিধানসভা এখনও এখনো ১০০র বেশি আইএসএফ সমর্থক ঘরছাড়া থাকার অভিযোগ তুলে তাদের ঘরে ফেরানোর দাবিতে বসিরহার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিল আইএসএফের এক প্রতিনিধি দল। আইএসএফের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক কুতুবউদ্দিন এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, তারা যেসব বিষয় ডেপুটেশন দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হল: আইএসএফ কর্মীদের উপরে মিথ্যা ভাবে একের পর এক ফৌজদারি মামলা বন্ধ করা, দলের কর্মীদের শাসক দলের কর্মীরা বিনা দোষে মারধোর করছে, তাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করার সুব্যবস্থা। দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করলে কোনরূপ তদন্ত না করে এফআইআর রুজু বন্ধ করা। দলের কর্মীদের উপর তোলাবাজি এবং জুলুমবাজি করছে, উহাদের দাবীমতে টাকা না দিলে ভীষণ ভাবে মারধোর করছে, অবিলম্বে তা বন্ধের সুব্যবস্থা করা। সর্বোপরি যেসব আইএসএফ কর্মীরা শাসক দলের অত্যাচারে দীর্ঘদিন ঘরছাড়া তাদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দিয়ে ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া। পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কুতুবউদ্দিন ফাতেহি, আক্তার রহমান বিশ্বাস, পিয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সালারে বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন:পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এর সালার কেন্দ্রে এর পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি ও অরণ্য সপ্তাহ পালন কর্মসূচি চলছে। বিজ্ঞান মঞ্চ এর কর্মীদের উদ্যোগে সালার থানার বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি চলছে।গাছগুলো লাগানোর পরে সেগুলি খাচা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে মঞ্চের পক্ষ থেকে।
বিজ্ঞান মঞ্চ এর জেলা সভাপতি তপন সামন্ত মহাশয় দক্ষিণ খন্ড মহাত্মাজি বিদ্যালয় এ বৃক্ষ রোপণ এর মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন। বিজ্ঞান কর্মী সুদিন চ্যাটার্জি, আবুল হাসান আল মামুন, গোবিন্দ সহ অন্যান্নরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন। আজ ও বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালিত হয় মঞ্চের পক্ষ থেকে।
ছবি: আবুল হাসান আল মামুন

প্রাথমিক স্কুলে ভেষজ উদ্যান সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: কিছু গাছের অজানা ভেষজ গুণ এবং বহু কঠিন অসুখের প্রয়োজনীয় কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের " ভেষজ উদ্যান"। বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা এই সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদ কেই ব্যবহার করে তৈরি করছে বিভিন্ন দামী দামী ঔষধ। মানুষ যাতে এই সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে জানতে পারে ও সচেতন হয় সেই জন্য এই প্রয়াস " ভেষজ উদ্যান"।
বিদ্যালয়ে বনমোহোৎসব সপ্তাহ পালনের মধ্যে দিয়ে এই " ভেষজ উদ্যান " এর শুভ উদ্বোধন হল। প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন, বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিশুদের নিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের পঠন - পাঠন সহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে এগিয়ে যেতে হয়, সেই সমস্ত শিশুদের বেশিরভাগই অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে আসে।এবং তারা স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কে খুবই অসচেতন। যার কারণে প্রতিদিনই কোনো না কোনো শিশুর ছোটো খাটো শারীরিক অসুবিধা লেগেই থাকে।এই শারীরিক অসুবিধার কারণ দেখিয়ে তারা বাড়ি যেতে চায়।আমরাও অনন্যোপায় হয়ে তাদের ছেড়ে দিই। কারণ আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের কোনো ঔষধ প্রয়োগ করতে পারি না।

ধর্মতলা যেতে প্রস্তুতি হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: তৃণমূলের ২১শে জুলাইয়ের ধর্মতলার সভায় যোগ দিতে শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাওড়া স্টেশনে আসেনতৃণমূল সামর্থকরা। তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে উত্তর হাওড়ার শ্রীরাম বাটিকা, শ্যাম গার্ডেন সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। কর্মী সমর্থকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনা দেখতে সকালেই সেখানে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: এক বিস্ময়কর পারস্য প্রতিভার গল্প: নাসির আল দীন আল তুসি
- নিবন্ধ: স্মরণে-বরণে কুরআন কণ্ঠী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র
- অণুগল্প: আমের আচার
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: নীলের বদলা রিচার্জ

এক বিস্ময়কর পারস্য প্রতিভার গল্প

নাসির আল দীন আল তুসি

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আল তুসি, সংক্ষেপে নাসির আল দীন আল তুসি। আরো সংক্ষেপে ‘খাজা নাসির’ নামে পরিচিত তিনি। তিনি একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, যুক্তিবিদ, সঙ্গীতবিদ, চিকিৎসক, স্থপতি, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক এবং লেখক ছিলেন। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য একজন। তাকে বলা হয় ‘ত্রিকোণমিতির স্রষ্টা’। লিখেছেন সাইফুল ইসলাম।

চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে, ৬০ কিলোমিটার ব্যাসের বিশাল এক গর্তের (ক্র্যাটার) নাম ‘নাসিরুদ্দিন’ রাখা হয়েছে। সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ নিকোলাই স্টেপানোভিচ ১৯৭৯ সালে ছোট একটি গ্রহ আবিষ্কার করেন। গ্রহটির নাম রাখা হয় ‘তুসি-১০২৬৯’। ইরানে তার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘কে. এন তুসি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি’। আজারবাইজানে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মানমন্দিরগুলোর একটি তারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার ৮১২তম জন্মদিন উদযাপনে গুগল তৈরি করে একটি ‘গুগল ডুডল’।

উল্লেখ্য, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিন বা কোনো বিশেষ ঘটনার বর্ষপূর্তি উদযাপনে, গুগলের হোমপেইজে এর লোগো সাময়িক সময়ের জন্য পরিবর্তন করা হয়। স্বল্পকালীন এই নতুন ডিজাইনের লোগোগুলোকে গুগল ডুডল বলে। তাহলে এবার অনুমান করুন তো পাঠক, সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি কে? মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আল তুসি, সংক্ষেপে নাসির আল দীন আল তুসি। আরো সংক্ষেপে ‘খাজা নাসির’ নামে পরিচিত তিনি। তিনি একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, যুক্তিবিদ, সঙ্গীতবিদ, চিকিৎসক, স্থপতি, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক এবং লেখক ছিলেন। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য একজন। তাকে বলা হয় ‘ত্রিকোণমিতির স্রষ্টা’।

ত্রিকোণমিতিকে তিনিই একটি পৃথক গাণিতিক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ১৫০টির অধিক বই লেখেন এই গুণী পণ্ডিত। তাছাড়া অনেক বিখ্যাত অনারব জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদের গ্রন্থাবলী তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন। তার ১৫০টি বইয়ের মধ্যে ২৫টি ফারসি ভাষায় রচিত, বাকিগুলো আরবিতে। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা উল্লেখ করছি।

আখলাক-ই-নাসিরি (চরিত্র ও নৈতিকতার উপর)

জিজ-ই-ইলখানিক (জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তালিকা)

তানজিদ আল ইতিকাদ (শিয়া বিশ্বাসের উপর লিখিত গ্রন্থ)

আল তাধকিরাহ ফি-ইলিম আল হায়াহ (বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস)

শারহ আল ইশারাত (ইবনে সিনার ইশারাত গ্রন্থের উপর লিখিত প্রবন্ধ)

কিতাব আল শাকল আল কাত্তা (ত্রিকোণমিতির উপর তার লেখা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ)

আল তুসির সময়ে ত্রিকোণমিতিকে গণিতের কোনো আলাদা শাখা মনে করা হতো না। বরং জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবহারের জন্য ত্রিকোণমিতিকেও জ্যোতির্বিজ্ঞানেরই একটি শাখা গণ্য করা হতো। ‘ট্রিটিস অন কোয়াড্রিলেটারাল’ রচনা করে এই ধারণা পাল্টে দেন আল তুসি। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গোলকীয় ত্রিকোণমিতির উপর অসাধারণ এই বইটি রচনা করেন। আর তাতেই ত্রিকোণমিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে, বিশুদ্ধ গণিতের নিজস্ব এক শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল তুসিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোলকীয় ত্রিকোণমিতিতে ছয়টি পৃথক ত্রিভুজের তালিকা তৈরি করেন। তবে ত্রিকোণমিতিতে তার সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে, গোলকীয় ত্রিভুজের জন্য ‘ল অব সাইন’ বা সাইন সূত্র এবং ‘ল অব ট্যানজেন্ট’ বা ট্যানজেন্ট সূত্র আবিষ্কার। শুধু আবিষ্কারই করেননি, এই দুটি সূত্রের পক্ষে প্রমাণও দেন আল তুসি। উচ্চ মাধ্যমিক গণিত বইয়ের কল্যাণে আমরা সকলেই এই সূত্র দুটির সাথে পরিচিত।

“একটি বস্তু বা সত্তা কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হতে পারে না। এর কেবল গঠন, অবস্থা, আকার, রঙ এবং অন্যান্য বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ ধর্মের পরিবর্তন ঘটে।”– আল তুসি

এই উক্তিটি দ্বারা আল তুসি, একইসাথে পদার্থবিজ্ঞানের শক্তির অবিনশ্বরতা নীতি আর রসায়নের ভরের নিত্যতার নীতির সমর্থন করেছেন! যুক্তিশাস্ত্রে তিনি ইবনে সিনার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ইবনে সিনার ‘ইশারাত’ গ্রন্থের উপর তিনি একটি প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ ‘শারহ আল ইশারাত’ রচনা করেছেন। চার্লস ডারউইনের ‘ন্যাচারাল সিলেকশন’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। আল তুসি এর প্রায় ৬০০ বছর আগেই বিবর্তনবাদের মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন! ডারউইন তার ‘অরিজিন অব স্পিসিস’ গ্রন্থে আল তুসির কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছেন, যা অধিকাংশেরই অজানা। আল তুসি তার ‘আখলাক-ই-নাসরি’ গ্রন্থে বিবর্তন নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা অবশ্য ডারউইনের আলোচনার চেয়ে ভিন্ন। কেননা তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও এর বিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেন যেখানে ডারউইন আলোচনা করেছেন প্রাণীর বিবর্তন নিয়ে। তুসির মতে, সৃষ্টির শুরুর দিকে মহাবিশ্ব গড়ে উঠেছিল সমপরিমাণ এবং সমরূপ পদার্থ দিয়ে। কিন্তু দ্রুতই আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি শুরু হয় এবং বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়। কিছু পদার্থের পরিবর্তন দ্রুত এবং ভিন্ন উপায়ে ঘটতে থাকে। আর পরিবর্তনের এই ভিন্নতার কারণেই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বিবর্তিত হয়ে খনিজ, বৃক্ষ, প্রাণী, মানুষের সৃষ্টি হয়। আর জৈবিক বিবর্তনের জন্য বংশগত পরিবর্তনশীলতার প্রয়োজনীয়তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে প্রাণী অভিযোজিত হয়, তা নিয়েও আলোচনা করেন তুসি। অভিযোজনের ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে তুসি তার চারপাশের পশুপাখির উদাহরণ টানেন। জীবন ধারণের জন্য এবং প্রতিরক্ষার জন্য এদের দেহে এমন কিছু অঙ্গ রয়েছে, যেগুলো প্রকৃত অস্ত্রের মতোই কাজ করে। শিং যা বর্শার মতো কাজ করে; দাঁত এবং থাবা কাজ করে ছুরি হিসেবে; খুর কাজ করে গদার মতো। আবার যেসব প্রাণীর এ ধরনের অঙ্গ নেই, প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে তাদের রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দ্রুত পলায়নের ক্ষমতা, যেমন শেয়াল। আবার যে সকল প্রাণীর দ্রুত পালাবার ক্ষমতাও নেই, তারা দল বেঁধে বাস করে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য, যেমন পিঁপড়া।

আল তুসির মতে, পৃথিবীতে তিন ধরনের জীব রয়েছে- বৃক্ষ, প্রাণী (পশুপাখি) এবং মানুষ। মানুষকে তিনি আলাদা শ্রেণীতে স্থাপন করেছেন। কারণ তার মতে, মানুষ বিবর্তনের মধ্যভাগে রয়েছে। মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা-

“মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য তাকে অন্য সকল জীব থেকে আলাদা করে, কিছু বৈশিষ্ট্য আবার পশুর মতো বানিয়ে দেয়, কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। এসবই প্রমাণ যে, মানুষ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। পূর্বে, পার্থক্য কেবল প্রাণীর প্রকৃতির মধ্যে ছিল। এরপর পার্থক্য গড়ে দেয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং জ্ঞান। একসময় পার্থক্য গড়ে দেবে আত্মিক পরিশুদ্ধিতা। মানুষ এখনো নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা একদিন আত্মিক পরিশুদ্ধিতা লাভ করবে, উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে।”

আল তুসির সময়ে ইরানের শাসক ছিলেন মঙ্গোল শাসক হুলেগু খান। তুসির প্রচেষ্টায় হুলেগু খান একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। এই মানমন্দির থেকে তিনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি নিখুঁত অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিল তৈরির চেষ্টা করেন, যেন নির্ভুল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা করা যায়। তার বই ‘জিজ-ই-ইলখানি’তে তিনি গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধীয় বেশ নিখুঁত একটি ছক তৈরি করেন, যা তার সময়ের সবচেয়ে নির্ভুল ছক বলে গণ্য করা হতো। তাছাড়া কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরমডেলের পূর্ব পর্যন্ত, আল তুসির সৌরমডেলই ছিল সবচেয়ে উন্নত এবং অধিক ব্যবহৃত মডেল। তাই মুসলিমদের নিকট আল তুসি ছিলেন টলেমির চেয়েও জনপ্রিয়।

আল তুসি তার সৌরমডেল ব্যাখ্যার জন্য জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি দুটি বৃত্তীয় গতির সমষ্টি থেকে রৈখিক গতি সৃষ্টি করেন যা ‘তুসি কাপল’ বা তুসি যুগল নামে পরিচিত। এই তুসি কাপল দিয়ে তিনি টলেমির ‘ইকুয়েন্ট’ ছেঁটে ফেলেন। ফলে বুধ গ্রহ নিয়ে প্রচলিত সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যদিও তুসি কাপল একটি ভূকেন্দ্রিক মডেল ব্যাখ্যা করতেই আবিষ্কৃত হয়, নিকোলাস কোপার্নিকাস তার সৌরকেন্দ্রিক মডেলেও এই তুসি কাপল ব্যবহার করেন।

আল তুসি সফলভাবে বিষুবরেখার বার্ষিক অয়নচলনও পরিমাপ করতে সক্ষম হন। তাছাড়া অ্যাস্ট্রোল্যাব যন্ত্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন তুসি। তবে আমাদের ছায়াপথ আকাশগঙ্গা নিয়ে তুসির পর্যবেক্ষণ ছিল অসাধারণ। তিনি বলেন, আকাশগঙ্গা অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষীণ আলোর (দূরবর্তী তারকাগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর মনে হয়) তারকার সমন্বয়ে গঠিত, যেগুলো অত্যন্ত কাছাকাছি গুচ্ছাকারে অবস্থান করছে। তার এই পর্যবেক্ষণের তিন শতাব্দী পর গ্যালিলিও নিজের টেলিস্কোপ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করেন যে, আমাদের ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষেই অসংখ্য ক্ষীণ আলোর তারকা দ্বারা গঠিত। তবে দূরত্ব বিষয়ক পর্যবেক্ষণটি ছিল ভুল। কেননা এখন আমরা জানি যে, সে তারকাগুলোর মধ্যে দূরত্বও অনেক বেশি।

আল তুসি ১২০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের খোরাসানের তুস নগরে এক ধনী শিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তুস নগরেই তিনি পদার্থবিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ত্র এবং গণিত বিষয়ে পড়ালেখা করেন। কৈশোরে তিনি নিশাপুরে দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ালেখা করেন। পড়ে ইরাকের মসুলে ভ্রমণ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ার জন্য। ১২৩০ সালে মঙ্গোলরা তুস আক্রমণ করলে আল তুসি পালিয়ে যান এবং ইসম’লি দুর্গে আশ্রয় নেন। সেখানেই তিনি পরবর্তী ২৫ বছর বিভিন্ন গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়ে দেন। ১২৫৬ সালে হুলেগু খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলরা ইসম’লি দখল করে নেয় এবং আল তুসিকে বন্দী করে। অবশ্য তুসির গুণমুগ্ধ হয়ে হুলেগু খান তুসিকে নিজের উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। হুলেগু খানের সাথে আল তুসির জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তিনি ১২৫৯ সালে হুলেগু খানকে রাজি করিয়ে আজারবাইজানে তৎকালীন সবচেয়ে উন্নত মানমন্দির স্থাপন করেন, যা আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান। এ সময় তিনি রাত জেগে আকাশ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি দিনভর আর্কিমিডিস, টলেমি, হাইপেসিস, অটোলিকাস, মেনেলাস, থিওডিসিয়াসের মতো বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদদের গ্রন্থ অনুবাদ করেন। আর পর্যবেক্ষণ থেকে যে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল টেবিল তিনি তৈরি করেন, সেটি ব্যবহৃত হতো ১৬ শতক পর্যন্ত।

১২৫৬ সালে আল তুসি একজন মঙ্গোল নারীকে বিয়ে করেন। তার সন্তানাদি ছিল কিনা, সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ১২৭৪ সালের ২৬ জুন তিনি পরলোকগমণ করেন। বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিক ইবনে খালদুন, আল তুসিকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ পারসিক পণ্ডিত বলে অভিহিত করেছেন। তার সম্বন্ধে জানবার পর এটা স্পষ্ট যে, খালদুন মোটেও ভুল কিছু বলেননি।

স্মরণে-বরণে কুরআন কণ্ঠী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

এম ওয়াহেদুর রহমান

“এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, / মরনে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। “

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ তথা স্বনামধন্য মুফাসসিরে ক্বুরান আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ৮৩ বছর বয়সে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪ আগষ্ট ২০২৩ সন্ধ্যা ৮টা ৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনিয়ার সফর শেষ করে আখেরাতের জীবনে গমন করেন। এই আলেমে দ্বীন কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মরনে অশ্রুর সঞ্চার ঘটেছে মুসলিম মিল্লাতের। মনে হচ্ছে যেন তাঁর মৃত্যু হয় নাই, তিনি কেবলমাত্র প্রস্থান করছেন অনন্তকালে। বেঁচে আছেন কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে। মানুষের ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে আছেন। তবে তাঁর শূন্যতা বয়ে যাবে পৃথিবীর বুকে অনন্তকাল। তাঁর অজস্র মধুবর্ষী কথামৃত কোমল কণ্ঠ থেকে নি:সৃত হয়ে বিগলিত করুণাধারার মত শুস্ক - প্রাণ, তৃষিত মানুষ কে দিয়েছিল অনন্ত তৃপ্তি। যাঁর সাধনা ছিল মহৎ জীবন - ব্রত। দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল তাঁর মূল্যবান ওয়াজ মাহফিল। তিনি ছিলেন পথভ্রান্ত মানুষের নিকট জ্যোতির্ময় ধ্রুবতারা। তাঁর ওয়াজ মাহফিলের বানীর ঢেউ বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

প্রথিতযশা আলেমের দিকপাল সাঈদী পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছেন হাঁসি মুখে। বিদায়লগ্নে তাঁর ছিল নুরানী মুখমন্ডল। তাঁর মৃত্যু নিয়ে যদিও বিতর্কের অবকাশ নেই। তবে তিনি হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। এই স্বনামধন্য আলোচক ১৯৪০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ফিরোজ পুর জেলার (ব্রিটিশ ভারত, বর্তমানে বাংলাদেশ) ইন্দুরকানী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ইউসুফ সাঈদী ছিলেন একজন খ্যাতিমান আলেম, তাঁর মাতা ছিলেন গুল নেহার বেগম। সাঈদী তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় একটি মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও পরবর্তীতে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত হন। আলিয়া মাদ্রাসা থেকে তিনি কামিল পাস করেন। কামিল পাশ করার পর তিনি বিভিন্ন ভাষা,ধর্ম,দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মনোবিজ্ঞান ও বিভিন্ন তত্ত্বের উপর অধ্যায়ন করেন। তিনি শিক্ষা গ্রহনের পর স্থানীয় গ্রামে ব্যাবসা শুরু করেন। তিনি আলেম বা মাওলানা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

সাঈদী বাংলা, উর্দু, আরবি, পাঞ্জাবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং ইংরেজি ও ফারসি ভাষা ও তাঁর আয়ত্বে ছিল। ১৯৮০ র দশকের প্রথম দিকে সাঈদী সারা দেশ ব্যাপী ইসলামী ওয়াজ মাহফিল ও তাফসীর করা শুরু করেন এবং তাঁর সুন্দর বক্তব্য দানের জন্য তিনি দেশ ব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি নিজেকে ‘ দায়ী ইলাল্লাহ ‘ হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পৃথিবীর অর্ধশতকের ও বেশি দেশে আমন্ত্রিত হয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ১৯৭৬ সালে সৌদি আমন্ত্রণে রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ ব্রত পালন করেন। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর রমযান মাসে মক্কা মদিনায় থাকা রুটিন হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ইরান, তেহরান সফর করেন। ১৯৯১ সালে সৌদি বাদশার আমন্ত্রণে কুয়েত ইরাক যুদ্ধের মিমাংসা বৈঠকে যোগদান করেন।তিনি আখেরাতের জীবনচিত্র, দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার মূল নীতি, পবিত্র কুরআনের মুজিজা,জান্নাত লাভের সহজ আমল, আল্লাহ কোথায় আছেন, নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্য সহ ৭৫ টি বই লিখেছেন। ২০১০ সালে ২ রা জুন রাজধানীর শহীদবাগের তাঁর বাসভবনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন রাজাকার বাহিনীর সদস্য হিসেবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে হত্যার মতো মানবতা বিরোধী কার্যকলাপে সাহায্য করার অভিযোগে তাঁকে ২০১৩ সালে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রথম বার এবং ২০০১ সালে দ্বিতীয় বার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

কাবা শরীফের মধ্যে বিনা অনুমতিতে মোট সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিলো। সেই সাতজনের মধ্যে একজন হলেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। কাবা শরীফের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মোট তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির, তন্মধ্যে একজন হলেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সমাধিস্থ করা হয় সাঈদী ফাউন্ডেশনের পারিবারিক কবরস্থানে। তিনি বিদায় নিয়েছেন চিরতরে এই জমীনের বুক থেকে হাসোজ্জ্বল মুখে। কিন্ত বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে করে দিয়েছেন শোকাহত। লাখো লাখো কোটি কোটি মুসলিম জনতার চোখের জলে বিদায় নিয়েছেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। তাঁর মৃত্যুর দরুন বিশ্ব জাহানের মুসলিম জনতার মাঝে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে তাঁর মৃত্যু একটি বড়ই পরিতাপের বিষয়। তিনি বিদায় নিলেও যুগ যুগ ধরে এই সুললিরত কণ্ঠী বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায়। মানুষের মনের গহীনে বারংবার উঁকি দিবে তাঁর সুমধুর সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজ ।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

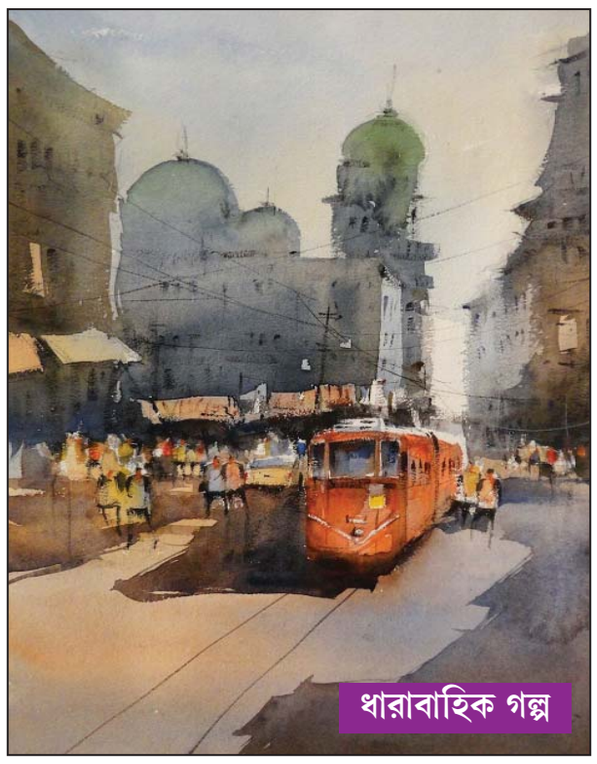

‘তুমি যদি আমার সাথে থাকো আর আমার বোনের দোয়া যদি আমার মাথায় থাকে তবে যে করে হোক আমি সফল হবই।’

‘আমিও তাই চাই রায়হান। তবে একটা কথা, টাকা-পয়সার লোভে কখনও অসৎ পথ অবলম্বন করবে না। হৃদয়ে একটা কথা সারাজীবন গেঁথে রাখবে, তুমি যতক্ষণ সৎ থাকবে সৃষ্টিকর্তা ততক্ষণ তোমার সাথে থাকবে। আর যদি কখনও অসৎ পথে চলে যাও তবে সৃষ্টিকর্তার সাথে আমিও চিরতরে দূরে চলে যাবো।’ কথাটা শেষ করতেই রূপা ঝাঁপিয়ে পড়ে রায়হানের বুকের ওপর।

রায়হান রূপার মাথায় হাত বোলায়।

‘এমন করে বলো না রূপা। আমি তোমাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, কোনদিন অসৎ পথ অবলম্বন করবো না। তাতে যদি মরণও হয় তবে হাসিমুখে তা বরণ করে নেবো।’

রূপা রায়হানের বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে বলল, ‘আমি জানতাম রায়হান, আমি জানতাম; তুমি আমার কথা রাখবে। আমি জেনে শুনেই তোমাকে মন দিয়েছি। তুমি যে আমার মন ভ্রমর। আমি জানি, তুমি অবশ্যই সফল হবে।’

‘আমি এখন আসি। বাড়িতে আবার সবাই চিন্তা করবে।’

‘আচ্ছা এসো। সন্ধ্যা হয়ে এলো বলে। রাজেশ ভাই তোমার জন্যে চিন্তা করবে।’

‘বাব্বা, যাকে দেখোনি কোনদিন তাকে একেবারে ভাই বানিয়ে ফেললে?’

‘এই যে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। রাজেশ ভাইতো তোমার থেকে কিছুদিনের বড়; নাকি?’

‘হ্যাঁ; তাতে কী হয়েছে?’

‘সে যদি তোমার চেয়ে বড় হয় তাহলে আমার থেকেও বড়। আর বড় হলে ভাই বলবো না কী দাদা বলে ডাকবো?’ হেসে ওঠে রূপা।

রায়হান হাসতে হাসতে বলল, ‘না না; তা হবে কেন?’

‘তাহলে তুমি আমাকে এমন একটা বিশ্রী কথা বললে কেন?’

রায়হান রূপার হাত চেপে ধরে বলল, ‘সরি; ভেরি সরি। এই কান ধরছি, আর কোনদিন এমন ভুল হবে না। হলোতো?’

‘ঠিক আছে, এবারের মতো ক্ষমা পেয়ে গেলে। আবার যদি এমন ভুল হয় তবে...’

‘বললাম তো, এমন ভুল আর হবে না। সন্ধ্যা নেমে এলো। দেখছো না পাখিরা কেমন উড়ে উড়ে নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। খোলা জানালার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখায় রায়হান। ‘তাহলে এখন যাই।’

‘যাই না; বলো আসি।’

‘আসি। ও হ্যাঁ, কাল কোথায় দেখা হচ্ছে? আমি আসবো এখানে?’

‘না; তুমি পার্কে চলে এসো। কালই ঠিক হবে কোথায় কী ব্যবসা করা হবে। বিকাল পাঁচটায় চলে এসো কিন্তু।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে; আসবো। এখন তাহলে যা....; না না আসি।’ রায়হানের এমন পাগলামিতে হেসে ওঠে রূপা।

বারো

‘এই শয়তান; এতক্ষণে তোর বাড়ি ফেরার সময় হলো? আমি তোকে নিয়ে চাইনিজ খেতে যাবো বলে দেড় ঘন্টা বসে আছি আর তুই শালা নাকি....।’ কথা শেষ করতে পারে না রাজেশ।

রায়হান বলে ওঠে, ‘ভুল হয়ে গেছে; প্লিজ ক্ষমা করে দে। আমি জানি তোর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে বেশি সময় লাগে না। আজ তোকে এমন একটা খবর দেবো যা তোর চাইনিজ খাওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ পাবি।’

‘কী সুখবর? বল না দোস্ত।’

রাজেশ রায়হানের দুই হাত চেপে ধরে।

‘না; তুই যখন আমার ওপর রাগ করে আছিস তখন বলে কাজ নেই। যাই ঘুমাতে যাই, খুব ঘুম পাচ্ছে।’

‘প্লিজ বল না দোস্ত?’ হাত টেনে ধরে রাজেশ।

‘রাজেশ, সৃষ্টিকর্তা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি কাল থেকে নিজের ভাগ্য গড়ার কারিগর হতে চলেছি।’

‘কী সব আবল তাবল বকছিস? আমাকে ঠিক করে একটু বুঝিয়ে বলতো।’

‘একটা মেয়ে আমাকে ব্যবসা করার জন্য পাঁচ লাখ টাকার চেক দিয়েছে। আশাকরি এক সপ্তাহ নাগাদ একটা দোকান নিতে পারবো। যদি দোকান ভাড়া নিতে হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে হবে। আর যদি জায়গা কিনে ঘর তৈরী করতে হয় তাহলে অন্তত একমাস লেগেই যাবে।’

বিস্ময়ে চোখ চানাবড় হয়ে যায় রাজেশের। বলল, ‘কী বলছিস তুই! পাঁচ লাখ টাকা! তাও কিনা দিয়েছে একটা মেয়ে! মেয়েটা তোর কী হয়?’

‘কিছু না।’ স্বাভাবিক উত্তর রায়হানের।

‘কিছু হয় না; আবার বলছিস পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে!’

‘হ্যাঁ; এতে অবাক হবার কী আছে?’

‘অবাক হবার কিছু নেই?’

‘না নেই।’

‘বলিস কী!’

রাজেশের মনে খটকা লাগে। অনেক টাউটগিরির সংবাদ পত্র-পত্রিকার পাতায় অহরহ দেখা যায়। একজনকে প্রলুব্ধ করতে, তাকে ফাঁদে ফেলতে এর চেয়ে আর ভাল মাধ্যম কী আছে? সে সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, ‘টাকা কী তুই হাতে পেয়েছিস?’

‘বললাম না, চেক দেয়েছে। এখনও ভাঙানো হয়নি। ভাবছি কাল দোকানের একটা সমাধান করতে পারলেই দুপুরের পরে ব্যাংকে যাবো।

‘তোর এই স্বপ্নকে আমার দুঃস্বপ্নই মনে হচ্ছে। যেয়ে দেখবি, ওই নামে ব্যাংকে কোন একাউন্টই নেই।’

‘কেন?’ চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন রায়হানের।

‘তুই হয়তো টাউটদের খপ্পরে পড়েছিল।’

‘ধ্যাৎ, কী বলিস এসব?’

‘ইদানীং অহরহ হচ্ছে। তুই কি পেপার-পত্রিকায় চোখ বোলাস না?’

‘পড়ি না তা ঠিক নয়; পড়ি তবে সেটা অনেক কম।’

‘এই জন্যেই তো তোর আউট জ্ঞানে মরিচা পড়েছে।’

‘মরিচা পড়ুক আর যাই পড়ুক একটা কথা শুনে রাখ, আমি তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সে আমাকে আপনজন ভেবেই টাকাটা দিয়েছে।’

‘কী বললি তুই? আপনজন! আসলে জগতে সবাই যে খারাপ তা নয়, ভাল লোক না থাকলে পৃথিবীটাইতো এতদিন অচল হয়ে যেতো। তা মেয়েটা দেখতে কেমনরে?’

‘ভাল।’

‘শুধুই ভাল? অন্য কোন কিছু?’

‘খুব সুন্দরী।’

‘মেয়েটার চোখ দুটো নিশ্চয়ই টানা টানা।’

‘হতে পারে। আমি কী তোর মতো এত খেয়াল করে দেখেছি?’

‘ন্যাকা; ভালো করে দেখেছি নাকি। ভদ্রতা দেখাচ্ছিস? মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী। নাকটা বাঁশির মতো, ঠোঁট দুটো গোলাপের পাঁপড়ির মতো নারে?’

‘রাজেশ কী সব বাজে কথা বলছিস? থাকনা এসব কথা।’

‘কেনো রে, থাকবে কেন? যে দয়াশীল রমনী আমার বন্ধুটার বিপদের দিনে সাহায্য করলো তার সম্পর্কে না জানলে কী হয়? মেয়েটার নাম কী রে?’

‘রূপা।’

‘খুব সুন্দর নামতো। একদিন পরিচয় করিয়ে দিবি না?’

‘হ্যাঁ দেবো।’

‘কবে?’

‘যেদিন আমার দোকান উদ্বোধন হবে।’

‘আচ্ছা, সেই দিনটার অপেক্ষায় থাকলাম। আর কথা নয়, রাত অনেক হলো। টেবিলে খাবার রাখা আছে, খেয়ে শুয়ে পড়। বাকী কথা কাল সকালে হবে।’

দুই বন্ধু থাকে দুই ঘরে। ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে যায় রাজেশ।

তেরো

সূর্য উঠার আগেই ঘুম ভেঙে যায় রায়হানের। অন্ধকার দূর হতে আরো কিছু সময় বাকী থাকলেও পাখির কল কাকলিতে মুখরিত বাংলার প্রকৃতি। রাজধানীতে প্রয়োজনের তুলনায় গাছ নেই সত্য। তাইবলে একেবারে যে নেই তা নয়। হাতে গোনা যে ক'টি গাছ আছে তাতে গাদাগাদি করে রাত পার পরে পাখির দল।

আজ বিকেলে দেখা করতে হবে রূপার সাথে। ‘রাজেশ এই রাজেশ।’ রায়হানের গলা শুনে রাজেশের মা এগিয়ে এসে বলল, ‘রাজেশতো অফিসে চলে গেছে। আজকালতো তোমার ছায়াও দেখা যায় না। কখন বাড়ি আসো- কখন যাও টেরই পাইনা। তোমার সাথে দু'চারটা কথা বলবো তাও হয়ে ওঠে না। সারাটা দিন কী করো শুনি? নাকি আমাকে মা হিসাবে মেনে নিতে পারোনি?’ রাজেশের মায়ের প্রশ্ন।

লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে রায়হানের। বলল, ‘না কাকিমা তা কেন। আসলে সারাদিন চাকুরীর খোঁজে থেকে আর কথা বলার সময় হয়ে ওঠে না। আপনি মনে কিছু নেবেন না। আপনিতো আমার মায়ের মতো। বিপদের দিনে আমাকে যদি ঠাঁয় না দিতেন তাহলে আজ কী যে হতো তা সৃষ্টিকর্তা জানে।’

‘এসব বলছো কেন? তুমি নিজেইতো বললে আমি তোমার মায়ের মতো। তাই যদি হয় তাহলে মায়ের কাছে সন্তানের কোন সংকোচ থাকতে নেই।’

রায়হান কোন কথা বলে না। রাজেশের মা আবারো বলে ওঠে, ‘রোদে রোদে ঘুরে শরীরের কী হাল করেছো? শরীরের দিকে একটু নজর দাও। যেখানেই থাকো সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসবে। বেশি রাত জাগা আর বাইরে থাকা দুটোই শরীরের জন্য একদম ভাল না।’

রায়হান বলল, ‘আচ্ছা কাকিমা, আমি এখন আসি। একটা বিশেষ এপার্টমেন্ট আছে, রাজনৈতিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার বলে কথা।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো।’

‘আচ্ছা কাকিমা’ বলে অফিসের দিকে পা বাড়ায় রায়হান।

এপার্টমেন্ট শেষ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। ঘড়ির কাটার দিকে চোখ রাখতে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়; পাঁচটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই!’

রায়হানের ভুলে গিয়েছিল বিকেল পাঁচটায় রূপার সাথে তার দেখা করার কথা। স্কুটারে উঠে শুধু ড্রাইভারকে পেছন থেকে তাড়াতে লাগলো। ‘ও ভাই একটু তাড়াতাড়ি চলেন, আমার দেরি হয়ে গেলো, আর একটু তাড়াতাড়ি চালান....।’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপা রায়হানের অপেক্ষায় সমতল ঘাসের ওপর পাইচারি করছে। রায়হান পেছন থেকে যেয়ে বলল, ‘আমি এসে গেছি রূপা। ঘড়িতে দেখো ঠিক পাঁচটা বাজে।’

ঘুরে দাঁড়ায় রূপা। বলল, ‘তোমাকে ধন্যবাদ রায়হায়। আজ আবার আমি অনুভব করলাম, তোমার সফলতা নিশ্চিত।’

‘কী করে?’ রায়হানের প্রশ্ন।

‘এই যে, ঘড়ির কাঁটা যখন পাঁচটার ওপর তখনি তুমি এসে পড়লে! তোমার সময়জ্ঞান আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে।’

‘থ্যাংক ইউ রূপা।’

‘ইউ আর ওয়েলকাম।’

‘রূপা কিছু কী ঠিক করলে ব্যবসা সম্পর্কে?’

‘ঠিক করবো কী? রীতিমত দোকানের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পনেরো দিন নাগাদ তুমি তোমার দোকানে বসতে পারবে।’

‘আমার দোকান’ প্রশ্ন রায়হানের।

‘নয়তো কী আমার দোকান?’

‘হ্যাঁ; তোমার দোকানই তো। তুমিই তো সব টাকা...।’

রায়হান কথা শেষ করতে পারে না। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রূপা বলল, ‘আর যদি এমন কথা বলো তবে বলে রাখছি এই তোমার সাথে আমার শেষ দেখা।’

রায়হায় বলল, ‘সরি সরি; আই এম ভেরি সরি। আমার ভুল হয়ে গেছে। সত্যি বলছি, এমন ভুল আর জীবনে হবে না।’

‘ঠিক আছে আর ভনিতা করতে হবে না; চলো।’

‘কোথায়?’

‘জানিনা।’

‘রাগ করছো কেন?’ রূপার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে নেয় রায়হান। বলল, ‘আচ্ছা আমি বুঝতে না পারলে কী করবো বলো?’

রূপার রাগ কমে না। বলল, ‘হাত ছাড়ো। আমি এখন উঠবো। কাজ আছে আমার।’

হাত ছাড়ে না রায়হান। বলল, ‘আবার রেগে যাচ্ছো?’

‘রাগছি কোথায়?’

‘রেগে যাচ্ছো নাতো কী? আমি তো জানি, এখন তোমার কোন কাজ নেই। আমিই তোমার সবকিছু- সব কাজ।’

‘তুমি এত বোঝ আর এই ছোট্ট কথাটা যে কোথায় যেতে পারে তা বোঝ না?’

‘সত্যি বলছি, বুঝতে পারছি না।’

‘ঠিক আছে বুঝে কাজ নেই। আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। যাবে আমার সঙ্গে?’ এখনো রাগ পড়েনি রূপার। কঠিন মূর্তির মত প্রশ্ন তার।

রায়হান বলল, ‘ওকে ম্যাডাম চলুন। আমি আপনার সাথে নরকে যেতেও প্রস্তুত।’ রূপা নিজের গাড়িতে করে রায়হানকে নিয়ে যায় গুলশান পনের নম্বর রোডের একটা মার্কেটে।

‘এখানে কোথায় যাচ্ছি আমরা?’ রায়হানের প্রশ্ন।

রূপা বলল, ‘কোন কথা বলো না। আগে গাড়ি থেকে নামো তারপরে বলছি।’ গাড়ি একটা মার্কেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাস্তা লাগোয়া প্রথম দোকানঘরে ডেকোরেশনের কাজ করছে মিস্ত্রিরা। গাড়ি থেকে থেকে নেমে সে রায়হানের হাত ধরে সামনে এগিয়ে বলল, ‘দেখো তোমার লোকেশনটা পছন্দ হয়েছে কী না?’

রায়হান মুহূর্তে হতবাক হয়ে যায়। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হয় না। তার মুখে হাসির এমন রেখা ফুটে উঠেছে যে, সারা মুখোমন্ডল লাল হয়ে গিয়েছে। ক্ষণেক পরে সম্বিৎ ফিরে এলে বলল, ‘রূপা, তুমিতো রীতিমত আমাকে অবাক করে দিলে।’

‘কী করে?’ রূপা আড়চোখে খেয়াল করে রায়হানের মুখে আনন্দের এক বৃহৎ চিহ্ন সূর্যের মতো জাল জাল করে রয়েছে। সে উপভোগ করে পরম একাগ্রতায় সে মুহূর্ত; যা মুখ ফুটে প্রকাশ করে না।

নীরবতাকে পাশ কাটিয়ে রায়হান বলল, ‘এই যে এত সুন্দর জায়গায় দোকানটা নিয়েছো। অলরেডি ডেকোরেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে; এটা কী বিস্ময়কর নয়?’

‘মোটেও বিস্ময়ের কিছু নয়। কারণ তোমার সাথে আমার আগে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। নয় কী?’

রূপার কথায় বোঝা যায় তার রাগ এখনো কমেনি।

‘হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা দু'জন মিলে কোথায় দোকান নিবো তা ঠিক করার কথা।’

চলবে...

আমের আচার

শংকর সাহা

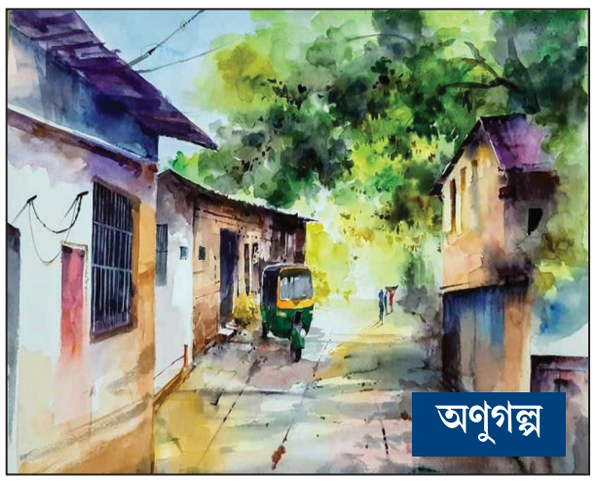

দীর্ঘ সাত দিনের রোগ ভোগের পর জ্বরটি একটু কমেছে কিন্তু মুখের অরুচি এখনো ঘোচেনি বছর এগারোর ছোট্ট মেয়ে বন্নির। শৈশবে বাবা মারা গেলে মা তার একমাত্র কাছের মানুষ, বেঁচে থাকার সম্বল। তাই নিজের ছোট্ট মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট পাননা অর্পনা দেবী। স্বামীর মৃত্যুর পর পাড়ার মুখুজ্জ্যে বাড়িতে কাজ করেই তার সংসার চলে ।

সেদিন সকালে মেয়েকে ঔষধ খাইয়ে দিয়ে কাজে আসবেন এমন সময় মার হাতটি ধরে মেয়ে বায়না ধরে, “ জ্বরে মুখটি বড়ো বেসাদ লাগছে। একটু আমের আচার এনে দেবে মা”।খেতে ইচ্ছে করেছে তার যে। অনেকদিন খাইনি আমের আচার।

মেয়ের কথা শুনে অপর্ণার চোখে জল আসে। সত্যিই তো! এতটুকু মেয়ে ! সামান্য একটু আমের আচার খেতে চেয়েছে । মেয়ের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,” দেবো মা,তোকে আমের আচার এনে দেবো।অর্পনা জানে কথাটি বলা সহজ হলেও তা জোগাড় করার মতো টাকাটুকু যে তার নেই। মেয়ে জ্বরে পড়ে থাকায় ঔষুধে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু টাকা পায় তা দিয়ে সারাটি মাস ঠিকমতো চলেনা তাদের।

সেদিন মুখুজ্জ্যে বাড়িতে কাজ করতে আসার পর থেকে কাজে তেমন মন নেই অর্পনার । “ তোর এত দেরি হচ্ছে কেন কাজে? তাড়াতাড়ি হাত চালা। অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে”।

কর্তাগিন্নির কথায় শাড়ির আঁচলে চোখটি মুছে সে বলে,” ঠিক আছে বৌদিমণি, করে দিচ্ছি।“

আসলে কাজে আজ অর্পণার মন সায় দিচ্ছেনা। বাড়িতে অসুস্থ মেয়েকে রেখে এসেছে। গায়ে যে তার জ্বর।

ছাদে যখন ভেজা কাপড়গুলো শুকোতো যায় তখন অর্পনা দেখে সেখানে একটি কাঁচের পাত্রভর্তি আমের আচার রোদে রাখা আছে। অর্পনা ভাবে একবার কি বলবে কর্তাগিন্নিকে।

কিন্তু সেদিনের কথাগুলো যে আজও ভুলতে পারেনি সে । মেয়ের জন্যে একজোড়া জুতো চাইলে কর্তাগিন্নি বলেছিলেন তাকে,”গরীবের আহ্লাদ থাকতে নেই”। ইতস্তত: করতে থাকে অর্পনা। তাই কোনোকিছু না ভাবে ছোট্টবাটিতে একটু আচার শাড়ির আঁচলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতেই কর্তাগিন্নির হাতে ধরা পড়া যায় সে। সকলে তাকে ছোটোলোক বলে গালিগালাজ করতে থাকে। বাড়ির সবার সামনে কর্তাগিন্নি বলে বসেন,” এইসব ছোটোলোকদের চুরিবিদ্যাও ভালো জানা আছে। “হঠাত বাকরুদ্ধ হয়ে যায় অর্পণা। নির্লিপ্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে সকলের দিকে। এ যেন মেয়ে ও মার মধ্যে এক নীরব বোঝাপড়া হয়ে গেলো।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আশফাক আহমেদ

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি,
সবাই মিলে গাইছে, এক নতুন সুর,
গণতন্ত্রের পথে চলছে দেশ,
আশা-নিরাশা, মিলেছে একসাথে,

নেতারা দিচ্ছে প্রতিশ্রুতি,
কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন,
জনতা খুঁজছে সমাধান,
কবে আসবে সেই দিন?

কেউ চাইছে উন্নতি,
কেউ চাইছে শান্তি,
কেউ চাইছে সমান অধিকার,
কেউ চাইছে নিরাপত্তা,

মহামারীর পর, নতুন চ্যালেঞ্জ,
অর্থনীতি চলছে, ধীর গতিতে,
যুব সমাজের বেকারত্ব,
কোথায় শেষ হবে এ লড়াই?

রাজনীতির মঞ্চে চলছে যুদ্ধ,
ক্ষমতার লোভে, কেউ নেই দূরে,
জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা,
কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে সুরে,

তবু আমরা ভরসা রাখি,
দেশের ভবিষ্যৎ একদিন হবে সুরক্ষিত,
নতুন প্রজন্মের হাতে,
আসবে নতুন সূর্যোদয়,

ভারতের এই মাটিতে,
গণতন্ত্রের ফুল ফোটে,
রাজনীতির আকাশে,
আসবে নতুন প্রভাতের আলো।

ছড়া-ছড়ি

নীলের বদলা রিচার্জ

সারিউল ইসলাম

শুনেছি আমি গল্প অনেক
পড়েছি বইয়ের পাতা,
ইতিহাসের বইয়ে লেখা
নীলচাষীদের কথা।
ইংরেজরা জবরদস্তি
করাতো নীলের চাষ,
কেউ প্রতিবাদ করলে তাহার
গলায় লাগতো ফাঁস।
এখন মোদের এই দেশেতে
করতে হলে বসবাস,
খাও না-খাও, তবুও তোমার
লাগবে রিচার্জ পাস।
আগে ছিল নীলকররা
এখন সিম ওয়ালা,
এটাই হয়তো স্বাধীন ভারত
সরকারের নেই শব্দ-চালা।
কাটলো সময় বহু বছর
নীল চাষ হলো বন্ধ,
নীলের বদলা রিচার্জ এখন
সরকার হয়েছে অন্ধ।

কবি ও শিল্পী

সংগ্রাম সাহা

কবি কবি কবি
কলম ছেড়ে কেন
আঁকতে গেলে ছবি?
কবি বললে ভাই
শব্দ আর রঙের
ফারাক তেমন নাই।
দুজনেই এক ফুলের ডালি
কারো হাতে কলম
কারো হাতে রং তুলি।

কোটা প্রথা বাতিল করো

তাজুল ইসলাম

কোটা প্রথা বাতিল করো
এই কথাটি বলবে যে,
ভুয়া যত মুক্তিযোদ্ধা
রাজাকার আজ বলবে সে।
বাপ দাদাদের দোহায় দিয়ে
বসে আছে মাথার পর,
চৌদ্দ গোষ্ঠী সেই নামেতে
ফায়দা লুঠছে জীবনভর।
যোগ্যরা আজ পায় না চাকরি
অযোগ্যরা খাচ্ছে দেশ,
কোটা নামের সেই সুযোগে
সোনার বাংলা করছে শেষ!
যোগ্যের স্থলে অযোগ্যরা
হয়ে আছে যে হেড স্যার,
ইন্টারভিউ নিলে পরে
নাহি পারে কিচ্ছু আর!
ভালো করে বাংলা রেডিং
পারে না যে কতজন,
চল্লিশ হাজার বেতন তবু
করতে দেখি কী যে ঢং।
ডিগ্রীধারী ছেলে মেয়ের
এ দেশেতে নাইরে দাম,
সেদিন দেখলাম কতেক যুবক
রেললাইনেতে করছে কাম।

অধিকার

মতিউর রহমান

আমরা দেশের সম্পদ ভবিষ্যত
আমাদের মেরো না আর,
ঝরিয়ো না আর রাজপথে রক্ত
এ দেশের কাজে আমাদের দরকার।
আমরা দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র
করো না আর অঙ্গহানি,
যদি দেশের ক্ষতি হয়
তবে বিশ্বে হবে সম্মানহানী।
আর দেখতে চায়না শব
ফিরিয়ে দাও আমাদের অধিকার,
থেকো না তোমার কথায় অটুট
আমরা হয়েগেছি রাজাকার।

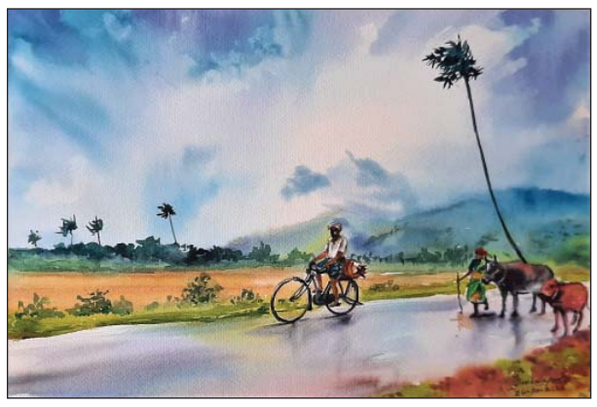

আশাবাদী

মোঃ হাফিজুর রহমান

জীবনে যতই আসুক শত শত আঘাত।
তবুও আমি করবো না সুন্দর হাসির ব্যাঘাত।
জীবনে থাকুক শত শত কষ্ট।
করবো না আমি সুমিষ্ট হাসি নষ্ট।
জীবন মানেই সুখ দুঃখের লড়াই।
তবুও আমি করে যাবো শুধু আমার সুখের বড়াই।
আমার হৃদয় শক্ত করে তাই।
স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করে যাই।
পরকালে তুমি জান্নাতে দিও ঠাঁই।
তাই আমি আশাবাদী থাকি সর্বদাই।

হরফ কিছু বুনছে

বাহাউদ্দিন সেখ

অন্ধকার এক রাতের বেলায়
যে ছেলে আজ কাঁদছে,
সময় করে আজ সময় অপেক্ষায়
সময়ের দিন গুনছে।
এক অবিকল বুকের মধ্যে পাহাড়,
যে জোয়ারে অনল যেন জমছে
বুঝবে হয়তো সেই অবুঝ মেয়েটি
গভীর রাতে সেই ছেলেটি হরফ কিছু বুনছে।
পাপ আর অধম পূর্ণ ,
ঠিক ঝড়ছে বর্ষায়
না ভাসতে গিয়েও ভাসবে জমিন,
হয়তো কিছু বন্যায়।

ছেলেকে দলে না নেওয়ায় পিচের মাঝখানে বসে পড়লেন মা

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট মাঠে এক মহানাটকীয়তারই জন্ম দিলেন এক মা। ছেলেকে দলে না নেওয়ার প্রতিবাদে পিচের মাঝখানে বসে পড়লেন। তাঁর দাবি, কোচ তাঁর ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট করে দিচ্ছেন। পরে পুলিশ এসে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের ওড়িশা রাজ্যের কটকের সানশাইন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। ওড়িশা টিভি জানিয়েছে, আয়ুশ মোহন্তি নামের এক ক্রিকেটারকে রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরের 'এ' দলে নেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে আয়ুশের মা সানশাইন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের পিচের মাঝখানে ধরনা (একটি স্থানে বসে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ) শুরু করেন। মাঠে আয়ুশের বাবা দিবাকর মোহন্তিও ছিলেন। তাঁরা পুলিশের মারধরের শিকার হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন। আয়ুশ মোহন্তিকে ভুবনেশ্বর 'এ' দলে না নেওয়ায় কোচ বিশ্ব বিজয়ী চন্দ্রচূড়া মহাপাত্রকে দায়ী করেছেন তাঁর মা। প্রতিবাদী এই নারীর দাবি, কোচের পক্ষপাতিত্বের কারণে তাঁর ছেলেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, 'কোচ টাকা খেয়ে আমার ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট করেছে। এ জন্য আমার ছেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ওকে চার ম্যাচের একটিতেও খেলতে দেওয়া হয়নি। আমি এখানে বিচার চাইতে এসেছি। কিন্তু তারা আমাকে মারধর করেছে। আমার ছেলের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।'

ক্রিকেটার আয়ুশের বাবা দিবাকর মোহন্তি বলেছেন, 'আমার ছেলের পারফরম্যান্স ভালো ছিল না। তাই আমাদের বলা হয়েছিল, শেষ দুই ম্যাচে তাকে (আয়ুশকে) সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু তাকে খেলানো হয়নি। অথচ অন্য যারা পারফর্ম করতে পারেনি, তাদের ঠিকই খেলানো হয়েছে। আজ আমরা বিচার চাইতে এসে মারধরের শিকার হয়েছি।' ওড়িশা টিভি এ ব্যাপারে জানতে কোচ মহাপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু মহাপাত্র কোনো মন্তব্য করেননি। তবে ভুবনেশ্বর ক্রীড়া সংস্থার সচিব সৌম্য রঞ্জন পারিজা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা ভালো করেছে, শুধু তাদেরই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ওই খেলোয়াড়কে (আয়ুশ মোহন্তিকে) তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া হলেও পারফর্ম করতে পারেনি। কোচ ও ম্যানেজার লিখিতভাবে কিছু দিলে আমরা তদন্ত করব। একটি ক্যাম্প ডাকা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যেই দল নির্বাচন করা হয়ে গেছে।'

দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: দেশে ফেরাটাই যেন কাল হলো শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাবেক অধিনায়ক ধাম্মিকা নিরোশানার। আজ আম্বালানগোদায় নিজ বাসার সামনে দুর্বৃত্তদের গুলিতে খুন হয়েছেন তিনি।

স্ত্রী ও দুই সন্তানের সামনেই অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি ৪১ বছর বয়সী নিরোশানাকে গুলি করেছেন বলে জানা গেছে। ১২ বোরের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাকে গুলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কান পুলিশ।

দুর্বৃত্তকে চিহ্নিত করতে পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের মুখপাত্র নিহাল থালদুয়া জানিয়েছেন, নিরোশানার হত্যা গ্যাংদের বিরোধে কারণে হয়ে থাকতে পারে।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু দাসুন মানাওয়াদু খুন হওয়া পর দেশ ছেড়েছিলেন নিরোশানা। তিন মাস আগে দেশে ফিরে এসেছিলেন তিনি।

কিন্তু দেশে ফিরে বন্ধুর মতোই খুন হলেন তিনি। মাত্র ২০ বছর বয়সে ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছেড়েছিলেন নিরোশানা। ২০০৪ সালে ক্রিকেট ছাড়ার আগে দেশের সম্ভাবনাময় একজন ক্রিকেটার ছিলেন।

২০০২ সালে নিরোশানার নেতৃত্বেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছিল শ্রীলঙ্কা।

সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ না পেলেও তার অধীনেই বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, উপুল থারাঙ্গা ও পারভেজ মাহরুফদের মতো ক্রিকেটাররা। ক্যারিয়ারে ১২ টি প্রথম শ্রেণির এবং ৮ টি লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলেছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার নিরোশানা।

আইসিসি থেকে সুখবর পেলেন সাকিব

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর মেজর লিগ (এমএলসি) ক্রিকেটেও সময়টা ভালো কাটছে না সাকিব আল হাসানের। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের হয়ে এখন ৪ ম্যাচ খেলে নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। ব্যাটিংয়ে মোটে ৬০ রানের বিপরীতে একটিমাত্র উইকেটেই নিতে পেরেছেন সাকিব। এমন বাজে সময়ে অবশ্য সুখবর পেয়েছেন তিনি।

তাকে আনন্দের সংবাদ দিয়েছে আইসিসি। আজ আইসিসির র‍্যাংকিং হালনাগাদে এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টির অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে ৪ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। বিশ্বকাপের পর কোনো ম্যাচ না খেলেও উন্নতি হয়েছে ৩৭ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। বর্তমানে তার রেটিং পয়েন্ট ২০৬।

সাকিবের মতো এক ধাপ করে উন্নতি হয়েছে সিকান্দার রাজার (৩ নম্বর), মার্কাস স্টয়নিশ (২ নম্বর) ও মোহাম্মদ নবীর (৫ নম্বর)। অলরাউন্ডাদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে আছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কার সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া অলরাউন্ডারের রেটিং পয়েন্ট ২২২।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে র‍্যাংকিংয়ে বড় লাফ দিয়েছেন ভারতের দুই ব্যাটার শুভমান গিল ও যশস্বী জয়সোয়াল।

পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭০ রান করা গিল ৩৬ ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের তালিকায় ৩৭ নম্বরে আছেন। অন্যদিকে সিরিজে ১৪১ রান করা জয়সোয়াল ৪ ধাপ এগিয়ে ৬ নম্বরে আছেন। তবে শীর্ষ দুই স্থানে কোনো পরিবর্তন নেই। ৮৪৪ রেটিং নিয়ে শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার ট্রাভিস হেডের পরেই আছেন সূর্যকুমার যাদব। অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে সূর্যের রেটিং পয়েন্ট স্পর্শ করেছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার ফিল সল্টও।

৭৯৭ পয়েন্টে দুজনই এখন যেথাভাবে শীর্ষ দুইয়ে। অন্যদিকে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ নয়ে কোনো পরিবর্তন নেই। ৭১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি শীর্ষে আছেন ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার আদিল রশিদ। বাংলাদেশের হয়ে শীর্ষ ২০ নম্বরের মধ্যে আছেন শুধু মোস্তাফিজুর রহমান। কোনো ম্যাচ না খেলে তিন ধাপ এগিয়ে ১৭ নম্বরে আছেন তিনি।

ফুটবল কোচিং সেন্টারের উদ্যোগে প্রীতি ম্যাচ

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল কোচিং সেন্টারের ছাত্রদের প্রস্তুতি পরীক্ষায় ফুটবল ম্যাচ করা হয়। দক্ষিণ মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের ফুটবল মাঠে খাঁড়ো ফুটবল কোচিং ও পাড়াতল সিদ্ধেশ্বরী ক্লাব ফুটবল কোচিং-এর উদ্যোগে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজিত হয়। খেলার পরিচালক ছিলেন খাঁড়ো ফুটবল কোচ প্রমথ ভট্টাচার্য্য ও পাড়াতল সিদ্ধেশ্বরী ক্লাবের কোচ মোহন্ত পাত্র। মাঠে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের অন্যতম সংগঠক সেখ সবুরউদ্দিন ওরফে বাপি ও গৌতম চ্যাটার্জী।

এদিনের প্রীতি ম্যাচে ৩-০ গোলে পাড়াতল সিদ্ধেশ্বরী ক্লাব জয়ী হয়।

ইংল্যান্ডের পরবর্তী কোচ হবেন কে

আপনজন ডেস্ক: আলোচনায় বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে। তবে ইওয়াখিম ল্যুভের ব্যাপারে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, ইংল্যান্ড কোচের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ আছে জার্মানির সাবেক এই কোচের। ব্রিটেনেরই আরেক সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টার ও বিভিন্ন বিশ্লেষক ইয়ুর্গেন ক্লপের সম্ভাবনাও দেখছেন। কিন্তু মেইল অনলাইন দাবি করছে, ক্লপ বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা নয়। তাহলে ইংল্যান্ড কোচের দায়িত্ব নেবেন কে?

গ্যারেথ সাউথগেট গত পরশু ইংল্যান্ড কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকেই প্রশ্নটি উঠছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম থেকে ফুটবল বিশ্লেষকেরা এ প্রশ্নের উত্তর মেলাতে ব্যস্ত সময় পার করতে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে। শুধু ল্যুভ ও ক্লপ নয়, আঞ্জে পোস্তেকোগলু, টমাস টুখেল, মরিসিও পচেত্তিনো, গ্রাহাম পটার, এডি হাউ ও ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের নাম শোনা যাচ্ছে। বিবিসি ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা ও ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের কোচ লি কার্সলের সম্ভাবনার কথাও বলেছে। তবে এখনো নির্দিষ্ট করে কোনো নাম আলোচনায় উঠে আসেনি কিংবা ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও (এফএ) কারও সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করেনি।

ক্লপের প্রসঙ্গে আগে আসা যাক। ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকার ও খ্যাতিমান সম্প্রচারক রিচার্ড কিজ ক্লপকে ইংল্যান্ডের পরবর্তী কোচ হিসেবে দেখছেন। বিবিসি, আইটিভি ও স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গে কাজ করা কিজ নিজের ব্লগে লিখেছেন, 'আমার কাছে সেরা প্রার্থী ইয়ুর্গেন ক্লপ।'

লিনেকারও লিভারপুলের সাবেক এই কোচকে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় রেখেছেন। এ মুহূর্তে পরিবার নিয়ে মায়োর্কায় বসবাস করছেন ক্লপ।

লিভারপুলকে ৩০ বছর পর লিগ শিরোপা এবং ১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানো জার্মান এ কোচ ইংলিশ ক্লাবটির দায়িত্ব ছাড়ার সময় জানিয়েছিলেন, ফুটবল থেকে দীর্ঘ সময় বিরতি নেবেন তিনি। স্কাই স্পোর্টস জার্মানির প্রতিবেদক ফ্লোরিয়ান প্লেটেনবার্গের দাবি, ক্লপের ইংল্যান্ডের পরবর্তী কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফও একই দাবি করেছে।

ল্যুভ ২০২১ সালে জার্মানি কোচের পদ ছাড়ার পর আর কোনো দলের দায়িত্ব নেননি। ৬৪ বছর বয়সী এই কোচের ব্যাপারে দ্য সান জানিয়েছে, এফএ কথা বলতে চাইলে তিনি আনন্দের সঙ্গেই কথা বলবেন। জার্মানির কোচ হিসেবে ল্যুভের শেষ ম্যাচটি ছিল ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ইউরোর শেষ ষোলোয় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। তবে দ্য সান ছাড়া আর কোনো ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ল্যুভের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে না।

বিবিসি লি কার্সলের সম্ভাবনা দেখছে। সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ক্লপ-ল্যুভের মতো ডাকাবুকো কেউ নন। কিন্তু ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের এই কোচের সঙ্গে এফএর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। গত মৌসুমে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও জিতিয়েছেন।

বিবিসি জানিয়েছে, বড় মাপের কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে কার্সলেকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ হওয়ার আগে সাউথগেটও অনূর্ধ্ব-২১ দলের কোচ ছিলেন।

বোর্নমাউথের কোচ হিসেবে নজর কাড়ার পর এডি হাউকে অনেকেই ইংল্যান্ডের পরবর্তী কোচ হিসেবে দেখছেন। সেই হাউ নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে তোলার পর ফেবারিটের তালিকায় আরেকটু এগোন। আর এখন সাউথগেট পদত্যাগ করায় বুকমেকারদের কাছেও ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার দৌড়ে ফেবারিট হাউ।

নিউক্যাসলের সঙ্গে ৪৬ বছর বয়সী এই ইংলিশ কোচের চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু বিবিসি জানিয়েছে, এফএ থেকে হাউকে প্রস্তাব দেওয়া হলে নাকচ করে দেওয়া তাঁর জন্য কঠিন হবে।

বিবিসি ফুটবলের প্রতিবেদক নিজার কিনসেলা এ নিয়ে কথাও বলেছেন, 'হাউয়ের ঘনিষ্ঠজনদের বিশ্বাস, তিনি এফএর সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন।'

ব্রাইটনে তিন বছর কোচ থাকাকালীন নজর কেড়েছিলেন গ্রাহাম পটার। ২০২২ সালে চেলসির দায়িত্ব নিয়ে বেশি দিন টিকতে না পারলেও ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার দৌড়ে বুকমেকারদের কাছে ফেবারিট পটার। যদিও গত বছর এপ্রিলে মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে চেলসি কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হওয়ায় পটারের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। বিবিসি একটি প্রশ্নও তুলেছে তাঁকে নিয়ে। সেটি হলো, ক্লাব ছেড়ে পটার আন্তর্জাতিক কোনো দলের দায়িত্ব নেবেন কি না। অতীতে সুইডেনের কোচ হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন পটার। তবে বিবিসি এই তথ্যও জানিয়েছে, ইংল্যান্ড দলের কোচের পদে চোখ রেখে এর আগে লেস্টারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

টমাস টুখেল গত মৌসুম শেষে বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকেই বেকার বসে আছেন। চেলসি, পিএসজি, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সাবেক এই কোচ সাউথগেটের উত্তরসূরি হতে পারেন বলে জানিয়েছে বিবিসি। অন্তত এফএ তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি আগ্রহের সঙ্গেই বলবেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। বিবিসির ফুটবল প্রতিবেদক নিজার কিনসেল্লা বলেছেন, 'টুখেলের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, তিনি এই পদে আগ্রহী। তবে এফএ এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, সেই প্রত্যাশা করছেন না তিনি। অন্য প্রার্থীদের তুলনায় তাঁকে বহিরাগত ভাবা হতে পারে।'

কলকাতা লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ৩-১ গোলে লজ্জার হার মহমেডানের।

স্ট্যাটাসে যা বললেন মাশরাফির স্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: কোটা সংস্কার আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনে হামলা করেছে ছাত্রলীগ ও পুলিশ। তাদের হামলায় এ পর্যন্ত ১০ জন মারা গেছেন। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অসংখ্য।

এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সমর্থন দিয়ে অনেক তারকারা পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে পাশে আছেন ছাত্র-ছাত্রীদের। কিন্তু, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা নিরব আছেন। বিষয়টি নিয়ে ভক্তদের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

এমন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন মাশরাফির স্ত্রী সুমনা হক সুমি। নিচে মাশরাফির স্ত্রীর স্ট্যাটাসটি হুবুহু তুলে ধরা হল–'নিজেদের সুবিধাজনক স্থানে থেকে অন্যের জন্য কিছু করে মহান হওয়া মনে হয় খুব কঠিন কিছু না। নিজেরা সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে অন্যের অসুবিধা নিয়ে কথা বলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা মনে হয় খুব কঠিন কিছু না। নিজেদের ক্ষতি হবেনা নিশ্চিত থেকে, তারপর অন্যের জন্য কাজ করে সস্তা হাততালি পাওয়াও মনে হয় খুব কঠিন কিছুনা । কোনটাতে যদি আপনি না থেকে তারপরও অন্যের জন্য কিছু করে থাকেন, তাহলেই তো আপনি সেই মানুষটা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**